Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

পারিবারিক জীবন: বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা ও সন্তান

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটি তৈরিতে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তবুও এখানে থাকা তথ্য ব্যবহারের ফলে কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য, অথবা ক্ষতির জন্য প্রকাশক কোনও দায়ভার গ্রহণ করবেন না।

পারিবারিক জীবন: বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা ও সন্তান

প্রথম সংস্করণ। ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোটস

ভূমিকা

পারিবারিক জীবন: বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা ও সন্তান

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২২৬-২৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৩৪-২৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৩৬-২৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৩৮-২৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৪০-২৪২

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটিতে পারিবারিক জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা এবং সন্তান। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা আল বাকারার ১৩৩-১৩৬ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

" যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষার সময় আছে। কিন্তু যদি তারা পুনরায় [স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে আসে] - তাহলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত নেয় - তাহলে অবশ্যই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাস অপেক্ষায় থাকে [পুনরায় বিবাহ করবে না]। এবং যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। আর তাদের জন্য বৈধ নয় যে তারা তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখবে যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর তাদের স্বামীরা যদি এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে চায় তবে তাদের (অর্থাৎ, স্ত্রীদের) উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের উপর মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তালাক দুইবার। তারপর [এর পরে] হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্যভাবে রাখো অথবা [তাকে] উত্তমভাবে ছেড়ে দাও। চিকিৎসা। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ তার কিছু নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদি না উভয়েই আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা [সীমাবদ্ধ] রাখতে পারবে না। কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে তারা আল্লাহর সীমারেখা [সীমাবদ্ধ] রাখতে পারবে না, তাহলে তাদের কারোর উপর কোন দোষ নেই যে, সে তার মুক্তিপণ দেয়। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, তাই এগুলো লঙ্ঘন করো না। আর যে কেউ আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারাই জালিম। আর যদি সে তাকে [তৃতীয়বারের জন্য] তালাক দেয়, তাহলে পরবর্তীতে সে তার জন্য বৈধ নয় যতক্ষণ না সে তার পরিবর্তে অন্য কোন স্বামীকে বিবাহ করে। আর যদি সে [অর্থাৎ, পরবর্তী স্বামী] তাকে তালাক দেয় [অথবা মারা যায়], তাহলে তাদের [অর্থাৎ, স্ত্রী এবং তার পূর্ব

স্বামীর] উপর কোন দোষ নেই যদি তারা মনে করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা [সীমাবদ্ধ] রাখতে পারবে, তাহলে একে অপরের কাছে ফিরে যাওয়া। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি জ্ঞানী [বুদ্ধিমান] সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট করে দেন। আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ন করে, তখন তাদেরকে বৈধ শর্ত অনুসারে আটকে রাখো অথবা বৈধ শর্ত অনুসারে ছেড়ে দাও। আর তাদেরকে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে আটকে রাখো না। যে ব্যক্তি তা করে সে অবশ্যই নিজের উপর জুলুম করে। আর আল্লাহর আয়াতগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র করো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও জ্ঞানের কথা স্মরণ করো, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সবকিছু জানেন। আর যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ন করে, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে সম্মত হয়। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য এটিই নির্দেশিত। এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং পবিত্র, আর আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না। মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাতে পারে, যে ব্যক্তি দুধ পান করাতে চায়। পিতার উপর তাদের (অর্থাৎ, মায়েদের) রিযিক এবং পোশাকের দায়িত্ব যথাযথভাবে। কোন ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি দায়িত্ব নেই। কোন মা তার সন্তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, এবং কোন পিতা তার সন্তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এবং [পিতার] উত্তরাধিকারীর উপর [পিতার] অনুরূপ [কর্তব্য]। এবং যদি তারা উভয়েই তাদের উভয়ের পারস্পরিক সম্মতি এবং পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাদের উভয়ের উপর কোন দোষ নেই। এবং যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কারো দ্বারা দুধ খাওয়াতে চাও, তবে যতক্ষণ না তোমরা বৈধভাবে পারিশ্রমিক দাও, ততক্ষণ তোমাদের উপর কোন দোষ নেই। এবং আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা, [স্ত্রীরা] চার মাস দশ [দিন] অপেক্ষা করবে। অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের সাথে যা করবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর আল্লাহ [সম্পূর্ণ] জানেন যা তোমরা পরোক্ষভাবে নারীদের কাছে প্রস্তাবের বিষয়ে ইঙ্গিত করো অথবা যা তোমরা নিজেদের মনে গোপন করো, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের কথা মনে রাখবে। তবে গোপনে তাদের প্রতিশ্রুতি

দিও না শুধুমাত্র একটি সঠিক কথা বলার জন্য। আর নির্ধারিত ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের চুক্তি করার জন্য সংকল্প করো না। আর জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন, তাই তাঁর থেকে সাবধান থাকো। আর জেনে রাখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল। যদি তোমরা এমন নারীদের তালাক দাও যাদেরকে তোমরা স্পর্শ করোনি এবং তাদের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করোনি। তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দাও - ধনী ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী - যা গ্রহণযোগ্য, তা প্রদান করো, সৎকর্মশীলদের উপর কর্তব্য। আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও এবং তাদের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে দাও, তাহলে তোমরা যা নির্ধারণ করেছো তার অর্ধেক [দেও] - যদি না তারা অধিকার পরিত্যাগ করে অথবা যার হাতে বিবাহ চুক্তি আছে সে তা পরিত্যাগ করে। আর তা পরিত্যাগ করা পুণ্যের নিকটবর্তী। আর তোমাদের মধ্যে সদ্ব্যবহার ভুলে যেও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের যা কিছু করে তা দেখেন। [ফরজ] নামায এবং [বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায] সাবধানে কায়েম করো এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াও। আর যদি তোমরা [কোন শত্রুর] আশঙ্কা করো, তাহলে পদব্রজে অথবা সওয়ারীতে। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেমন তিনি তোমাদেরকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা আগে জানতে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের জন্য ওসিয়ত হলো এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ, তাদেরকে বহিষ্কার না করে। কিন্তু যদি তারা (নিজেদের ইচ্ছায়) বেরিয়ে যায়, তাহলে তারা নিজেদের সাথে যা করে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য বৈধভাবে রিযিক প্রদান করা হয় - ধার্মিকদের উপর কর্তব্য। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারো।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

পারিবারিক জীবন: বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা ও সন্তান

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২২৬-২৩৩

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ
أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
﴿٢٢٩﴾

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن
ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ
وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم
بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ
وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষার সময় আছে, কিন্তু যদি তারা [স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে আসে] - তাহলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আর যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।

তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষা করে [পুনরায় বিবাহ করবেন না], এবং যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহলে তাদের জন্য আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা বৈধ নয়। আর তাদের স্বামীরা যদি মিলন চায়, তাহলে এই [সময়ে] তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক অধিকারী। এবং তাদের [অর্থাৎ, স্ত্রীদের] প্রতি ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয় তার অনুরূপ। কিন্তু পুরুষদের [অর্থাৎ, স্বামীদের] তাদের উপর [দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের] একটি মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তালাক দুইবার। তারপর [তারপর] হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্যভাবে রাখো অথবা উত্তমভাবে [তাকে] ছেড়ে দাও। চিকিৎসা। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছো তার কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদি না উভয়েই আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা [মাফিক] রাখতে পারবে না। কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে তারা আল্লাহর সীমারেখা [মাফিক] রাখতে পারবে না, তাহলে তাদের কারোরই কোন দোষ নেই, যার মাধ্যমে স্ত্রী নিজেকে মুক্তিপণ দেয়। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, তাই এগুলো লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারাই জালেম।

আর যদি সে তাকে [তৃতীয়বারের জন্য] তালাক দেয়, তাহলে পরবর্তীতে সে তার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন স্বামীকে বিবাহ করে। আর যদি সে [অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্বামী] তাকে তালাক দেয় [অথবা মারা যায়], তাহলে তাদের [অর্থাৎ, মহিলা এবং তার পূর্ববর্তী স্বামীর] কোন দোষ নেই যদি তারা মনে করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা [রক্ষা করতে পারবে], তাহলে একে অপরের কাছে ফিরে যেতে। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি জ্ঞানী [বুদ্ধিমান] সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট করে দেন।

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, আর তারা তাদের ইদ্দত পূর্ন করে, তখন হয় তাদেরকে বৈধ শর্তে রাখো, নয়তো বৈধ শর্তে ছেড়ে দাও, আর তাদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রাখো না, সীমালঙ্ঘন করার উদ্দেশ্যে। আর যে কেউ তা করে সে অবশ্যই নিজের উপরই জুলুম করেছে। আর আল্লাহর আয়াতগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও জ্ঞানের কথা স্মরণ করো, যার দ্বারা তিনি

তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহ করতে বাধা দিও না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে সম্মত হয় এবং সম্মত হয়। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য এটিই উপদেশ। এটি তোমাদের জন্য উত্তম এবং পবিত্রতর, আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে, যারা দুধ খাওয়ানোর সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। পিতার উপর তাদের (অর্থাৎ, মায়েদের) রিযিক এবং পোশাক যথাসম্ভব প্রযোজ্য। কারো উপর তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হবে না। কোন মাকে তার সন্তানের মাধ্যমে এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের মাধ্যমে ক্ষতি করা যাবে না। এবং [পিতার] উত্তরাধিকারীর উপরও [পিতার] অনুরূপ [কর্তব্য]। আর যদি তারা উভয়েই পারস্পরিক সম্মতি এবং পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কারোর উপর কোন দোষ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কারো দ্বারা দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ নেই যতক্ষণ না তোমরা বৈধভাবে পারিশ্রমিক দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখেন।"

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ এবং অপছন্দনীয় শপথ এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আলোচনার মূল আয়াতগুলির শুরুতে একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যা আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৬:

" *যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষার সময়...*"

এটি আবারও ইঙ্গিত দেয় যে উভয় জগতের ঝামেলা থেকে নিজেকে এবং অন্যদের রক্ষা করার জন্য নিজের কথা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব কত। সাধারণভাবে বলতে গেলে, তিন ধরণের কথা বলা হয়। প্রথমটি হল পাপপূর্ণ কথা এবং সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এই পৃথিবীতে নিজের উপর ঝামেলা এবং চাপ আকর্ষণের প্রধান কারণ হল শব্দ, বিশেষ করে পাপপূর্ণ কথা। এছাড়াও, কথিত মন্দ কথাই হবে বিচারের দিনে মানুষ জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ। জামে আত তিরমিযী, ২৬১৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধরণের কথা হল অসার কথা। যদিও এটিকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, তবুও এটি এড়িয়ে চলা উচিত কারণ অসার কথাবার্তা প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অসার কথাবার্তা প্রায়শই অন্যদের সম্পর্কে গীবত এবং পরচর্চার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এটি সময় এবং শক্তির অপচয় যা প্রায়শই এই পৃথিবীতে চাপ এবং তর্কের দিকে পরিচালিত করে এবং বিচারের দিনে একজন ব্যক্তির জন্য এটি একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময় এবং শক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে এবং ফলস্বরূপ তারা যে পুরস্কার পাবে তা দেখে। তৃতীয় ধরণের কথা হলো ভালো ও উপকারী কথা এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই বলা উচিত। অতএব, জীবন থেকে দুই-তৃতীয়াংশ কথা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এই কারণেই মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৫০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি চুপ থাকে সে মুক্তি পাবে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৬:

" *যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষা করা…"*

ইসলামের পূর্ববর্তী যুগে, একজন রাগান্বিত স্বামী এই শপথ গ্রহণ করতেন কিন্তু এর উপর কোন সময়সীমা আরোপ করতেন না। ইমাম আল ওয়াহিদীর " আসবাব আল নুযুল" , ২:২২৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে। এটি ছিল তার স্ত্রীর প্রতি স্পষ্ট অবিচার কারণ তাকে তালাক দেওয়া হয়নি যাতে সে পুনরায় বিবাহ করতে পারে এবং সে তার স্বামীর সাথে প্রকৃত বিবাহে বসবাস করছিল না। মহান আল্লাহ এই বিচ্ছেদের উপর একটি সীমা নির্ধারণ করে এই বোকামি এবং অন্যায্য প্রথার অবসান ঘটিয়েছেন।

বিবাহবিচ্ছেদের আগে চার মাসের অপেক্ষার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আবেগ শান্ত হয় এবং তারা বিবাহিত থাকা বা বিবাহবিচ্ছেদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি স্পষ্ট, নিরপেক্ষ এবং অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ মন নিয়ে মূল্যায়ন করতে পারে যাতে তারা একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যার জন্য তারা পরে অনুশোচনা করবে না। যাইহোক, বিবাহবিচ্ছেদ তাৎক্ষণিকভাবে

ঘটে গেলে এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তটি অর্জন করা হয় না এবং লোকেরা প্রায়শই আত্মসম্মান এবং লজ্জার কারণে তাদের মন পরিবর্তন করতে চায় না, যা কেবল একজন ব্যক্তির অনুশোচনাকে আরও চাপে ফেলে। উপরন্তু, এই সময়টি গর্ভাবস্থা প্রকাশের সুযোগ দেয় এবং স্ত্রীর দ্বারা তা গোপন করা উচিত নয়, কারণ স্বামীর তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বামীর জানার অধিকার রয়েছে। অবশেষে, বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া দম্পতিদের আবেগগতভাবে অন্য বিবাহে তাড়াহুড়ো করতে বাধা দেয়, যা তাদের জন্য আরও সমস্যার সৃষ্টি করবে।

যদি কোন স্বামী ভুল বুঝতে পেরে তার মানত ভঙ্গ করে এবং তার পরিবর্তে তার স্ত্রীর সাথে থাকতে চায়, তাহলে সে দেখতে পাবে যে মহান আল্লাহ তাকে তার তাড়াহুড়োর জন্য শাস্তি দেন না। বরং, মহান আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি ক্ষমা ও করুণা প্রদর্শন করবেন, তবে ইসলামের নির্দেশ অনুসারে স্বামীকে তাদের ভঙ্গ করা শপথের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৬:

" যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু যদি তারা [স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে আসে] - তাহলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

ক্ষমা ও করুণার ঐশ্বরিক গুণাবলী বিবাহিত দম্পতিদের একে অপরের প্রতি করুণা ও ক্ষমা প্রদর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ এই দুটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে তারা এমন পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারবে না যা প্রায়শই তর্ক-বিতর্কের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে এমন সমস্যা নিয়ে যা সহজেই সমাধান করা যায় এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত করে না। যদিও এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে শারীরিক নির্যাতনের মতো গুরুতর পরিস্থিতিতে,

একজন ব্যক্তিকে নিজেকে এবং অন্যদের, যেমন তাদের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর জন্য তাদের স্ত্রী বা স্ত্রীকে তালাকও দিতে হয়, কারণ ইসলাম কখনও মানুষকে এই ধরণের নির্যাতন সহ্য করতে উৎসাহিত করেনি। নিজেকে রক্ষা করার পরে, যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়, কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করার চেষ্টা করা এবং তারপরে তাদের জীবন চালিয়ে যাওয়া।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা বৈবাহিক সমস্যা মোকাবেলায় বাইরের সাহায্য গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করেন, যা দম্পতি দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৭:

"আর যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়..."

"দ্বৈত আরবি" শব্দটির পরিবর্তে "বহুবচন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিবাহিত দম্পতিকে প্রথমে তাদের মধ্যকার সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের পক্ষপাত এবং আবেগকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং ইসলামের নির্দেশনায় বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার সময়, দম্পতিকে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, যেমনটি মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী তা করতে ব্যর্থ হয়। তাদের একে অপরের সাথে সেইভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রিয়জনকে তাদের স্ত্রী দ্বারা আচরণ করাতে চায়। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার এবং তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার রয়েছে তা শিখে সমস্যার সম্ভাবনা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। বিবাহ সমস্যা এবং বিবাহবিচ্ছেদের একটি

প্রধান কারণ হল যখন একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছ থেকে এমন কিছু দাবি করে যা তার অধিকার নয়। এই সমস্ত জিনিস কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একজন স্ত্রী নির্বাচন করে, যা হল ধার্মিক ব্যক্তিকে বিয়ে করা। সহীহ বুখারীতে ৫০৯০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না, এমনকি যখন সে তার উপর রাগান্বিত থাকে এবং তারা তাদের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করবে, কারণ আল্লাহ তাকে জবাবদিহি করবেন বলে জেনে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সে সহজেই তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে এবং তারা তার স্ত্রীর অধিকার পূরণ করবে না, এমনকি যদি সে দাবি করে যে সে তাকে ভালোবাসে।

যদি বিবাহিত দম্পতি নিজেরা সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের বাইরের সাহায্যের দিকে ঝুঁকতে হবে, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বিবাহ পরামর্শ। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৩৫:

"আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করো, তাহলে তার পরিবার থেকে একজন এবং তার পরিবার থেকে একজন সালিসকারী প্রেরণ করো। যদি তারা উভয়েই মীমাংসা চায়, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং অবগত।"

কিন্তু এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হয়েছে তাদের অবশ্যই অভিজ্ঞতা, ইসলামী জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং মহান আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। যখন তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে তখনই তারা সৎ ও আন্তরিক আচরণ করবে যা বিবাহিত দম্পতিকে সাহায্য করবে। দুঃখের বিষয় হল,

অনেক মুসলিম সঠিক লোকদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তারা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তোলে। যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে না সে কেবল তাদের পক্ষকে সঠিক এবং অন্য পক্ষকে ভুল প্রমাণ করার জন্য চিন্তা করবে। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি কর্তব্যের অধিকার সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান থাকবে না এবং ফলস্বরূপ তারা যে সমস্ত তর্ক নিয়ে তর্ক করবে তা সৎ ও ন্যায্য হওয়ার পরিবর্তে তাদের পক্ষের পক্ষেই হবে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৭:

"আর যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়..."

এই আয়াতে "সিদ্ধান্ত" শব্দটির আরবি অর্থ দৃঢ় সংকল্প। অতএব, যখন এক পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন অন্য পক্ষের দ্বারা এর বিরোধিতা করা উচিত নয়, কারণ এটি কেবল উভয় পক্ষের মধ্যে আরও সমস্যা এবং শত্রুতা তৈরি করে এবং চাপকে দীর্ঘায়িত করে। এই ক্ষেত্রে, বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নেওয়া এবং তারপরে জীবনযাপন করা ভাল।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৭:

"আর যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

কোন দম্পতি একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকুক বা বিবাহবিচ্ছেদ হোক, তাদের এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী একে অপরের প্রতি সদাচরণ বজায় রাখতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ শোনেন এবং জানেন, তাই তিনি উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন। উপরন্তু, যদি কোন দম্পতি বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের শান্তিপূর্ণ জীবন লাভে সাহায্য করবেন, কারণ তিনি তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১৩০:

"কিন্তু যদি তারা [তালাকের মাধ্যমে] আলাদা হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ [তাদের] প্রত্যেককে তাঁর প্রাচুর্য থেকে সমৃদ্ধ করবেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও প্রজ্ঞাময়।"

যখন তালাক দেওয়া হয়, তখন মহিলাকে তালাক চূড়ান্ত হওয়ার আগে তিন মাসিক চক্র অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপর তিনি পুনর্বিবাহ করতে পারবেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৮:

"তালাকপ্রাপ্ত মহিলারা তিন মাসিকের জন্য অপেক্ষা করে থাকে [অর্থাৎ, পুনরায় বিবাহ করবেন না]..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদের আগে এই অপেক্ষার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আবেগ শান্ত হয় এবং বিবাহিত থাকা বা বিবাহবিচ্ছেদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি স্পষ্ট, নিরপেক্ষ এবং অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ মন নিয়ে মূল্যায়ন করতে পারে যাতে তারা একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যার জন্য তারা পরে অনুশোচনা করবে না। এই কারণেই একজন মহিলাকে তার স্বামীর বাড়িতে থাকতে হবে যাতে তাদের আবেগ শান্ত হওয়ার পরে তারা একে অপরের প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞ হয়। নিম্নলিখিত আয়াতের শেষে এটি নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 65 তালাক, আয়াত 1:

"হে নবী, যখন তোমরা [মুসলিমরা] নারীদের তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও এবং ইদ্দতের হিসাব রাখো। তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের [স্বামীদের] ঘর থেকে বের করো না এবং তারা [এই সময়ের মধ্যে] যেন বের না হয় যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে। আর এগুলো আল্লাহর [নির্ধারিত] সীমা। আর যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে অবশ্যই নিজের উপর জুলুম করে। তুমি জানো না; সম্ভবত আল্লাহ এরপর [অন্য কোন] ব্যাপার ঘটাবেন।"

তবে, তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদ হলে এই সচেতন সিদ্ধান্তটি অর্জন করা সম্ভব হয় না এবং মানুষ প্রায়শই আত্মসম্মান এবং লজ্জার কারণে তাদের মন পরিবর্তন

করতে চায় না, যা কেবল একজন ব্যক্তির অনুশোচনায় চাপ বাড়ায়। উপরন্তু, একটি অপেক্ষার সময়কাল বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া দম্পতিকে আবেগগতভাবে অন্য বিবাহে তাড়াহুড়ো করতে বাধা দেয়, যা তাদের জন্য আরও সমস্যার সৃষ্টি করবে। পরিশেষে, এই সময়টি গর্ভাবস্থা প্রকাশের সুযোগ করে দেয় এবং স্ত্রীর দ্বারা এটি গোপন করা উচিত নয় কারণ স্বামীর তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তা জানার অধিকার রয়েছে। সন্তানের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে স্বামীর তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করবে। এই বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ এটিকে নিজের উপর এবং বিচার দিবসের উপর বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করেছেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৮:

"...আর যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহলে তাদের জন্য জায়েজ নয় যে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করবে..."

আবারও, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বিবাহিত দম্পতির মতো মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি তাঁর আনুগত্য বা অবাধ্যতার সাথে সম্পর্কিত। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম আল্লাহর অধিকারকে মানুষের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এবং বিশ্বাস করে যে আল্লাহ মানুষের অধিকার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নন। ফলস্বরূপ, এই মুসলিমরা আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ, পূরণে পারদর্শী, কিন্তু মানুষের অধিকার পূরণে ভয়ানক এবং প্রায়শই তাদের উপর অন্যায় করে। এই বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে। বিচারের দিনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অন্যদের উপর অন্যায় করেছে তাকে তাদের নেক আমল তাদের শিকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের

ক্ষেত্রে, এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেমন সে নিজেও মানুষের দ্বারা আচরণ পেতে চায়।

আল্লাহ তালাক প্রদান বা তা প্রত্যাহারের দায়িত্ব স্বামীর হাতে অর্পণ করেছেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৮:

"...আর তাদের স্বামীরা যদি পুনর্মিলন চায়, তাহলে এই [সময়ে] তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের বেশি..."

এর কারণ হলো, সাধারণভাবে বলতে গেলে, পুরুষরা নারীদের তুলনায় কম আবেগপ্রবণ হন এবং তাই আবেগের বশে তাদের স্বামীকে তালাক দেওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। উপরন্তু, যেহেতু স্ত্রী এবং সন্তান সহ পরিবারের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব স্বামীর উপর, তাই তালাক দেওয়ার বা তা প্রত্যাহার করার অধিকার তারই রয়েছে। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন স্বামী কেবল তখনই ইদ্দতের সময়কালে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন যদি তারা পুনর্মিলন চান। তিনি তার স্ত্রীর ক্ষতি করার জন্য এটি করতে পারবেন না, যেমন বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করে তার জীবনকে কঠিন করে তোলা। পরবর্তী আয়াতে এবং পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এর বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৯:

"তালাক দুইবার। তারপর [তারপর], হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্যভাবে রাখো, নয়তো [তাকে] ভালো ব্যবহার করে ছেড়ে দাও..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ২২৮:

"...আর তাদের স্বামীরা যদি পুনর্মিলন চায়, তাহলে এই [সময়ে] তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের বেশি। এবং তাদের [অর্থাৎ, স্ত্রীদের] প্রতি তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয়, যুক্তিসঙ্গতভাবে তার অনুরূপ প্রাপ্য..."

প্রথমত, লক্ষ্য করার বিষয় হলো, মহান আল্লাহ তাআলা বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষদের অধিকারের কথা উল্লেখ করার আগে নারীদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, যে স্বামী আল্লাহকে ভয় করে, সে তার স্ত্রীর অধিকার পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে, এমনকি যদি স্ত্রী মাঝে মাঝে তার অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের কখনোই এতটা আত্মমগ্ন হওয়া উচিত নয় যে সে কেবল মানুষের প্রাপ্য অধিকারের কথা চিন্তা করে। বরং তার উচিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার সামর্থ্য ও শক্তি অনুসারে অন্যের অধিকার পূরণের চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ বিচারের দিন কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে মানুষ তার অধিকার পূরণ করেছে কিনা, বরং তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে সে মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, তাদের উচিত মানুষের অধিকার পূরণের চেয়ে বরং মানুষের অধিকার পূরণের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া।

উপরন্তু, অন্যের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করাও তাদের প্রতি আন্তরিকতার একটি দিক এবং যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে তার অধিকারের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাহায্য পাবে।

তাছাড়া, যখন বিশ্বজুড়ে নারীদের কোন অধিকার ছিল না, তখন ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় আগে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম নারীদের এমন সম্মান প্রদান করেছে, যা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ধর্ম কখনও দেয়নি, যেমন জান্নাত, যা পরম সুখ, একজন নারীর, অর্থাৎ তার মায়ের পায়ের নীচে স্থাপন করা। সুনানে আন নাসায়ী, ৩১০৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়। জামে আত তিরমিযী, ৩৮৯৫ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে , মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম পুরুষ হলেন তিনি যিনি তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে, মহান আল্লাহ তায়ালা মাসিকের সময় নারীদের প্রতি আরও যত্ন ও সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন কারণ এটি তাদের কষ্ট দেয়। এই অতিরিক্ত যত্ন ও সম্মান কার্যত মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং অবশ্যই তা অনুকরণীয়। ২য় সূরা আল বাকারা, ২২২ নম্বর আয়াত:

" আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, "এটা ব্যথা...""

ইসলামের পূর্বে, জাহেলিয়াতের যুগে, নারীদের গৃহস্থালির জিনিসপত্রের সাথে তুলনা করা প্রচলিত ছিল। এগুলো গরুর মতো কেনা-বেচা করা হত। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর কোন অধিকার ছিল না। আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু অংশ পাওয়ার অধিকারী হওয়া তো দূরের কথা, তাকে অন্যান্য গৃহস্থালির জিনিসপত্রের মতো উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হত।

তাকে পুরুষদের মালিকানাধীন জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা হত, যেখানে তার কিছুই করার অধিকার ছিল না। এবং তিনি কেবল একজন পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করতে পারতেন। অন্যদিকে, পুরুষ তার যে কোনও সম্পদ, যেমন মজুরি, তার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করতে পারতেন। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকারও তার ছিল না। ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী এমনকি নারীদের মানুষ বলে মনে করত না এবং তাকে পশুর সাথে তুলনা করত। ধর্মে নারীদের কোন স্থান ছিল না। তাদেরকে উপাসনার অযোগ্য বলে মনে করা হত। এমনকি কেউ কেউ নারীদের আত্মার অধিকারী বলে ঘোষণা করত না। একজন পিতার পক্ষে তার নবজাতক বা ছোট মেয়েকে হত্যা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হত কারণ এটি পরিবারের জন্য লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হত। কেউ কেউ এমনকি বিশ্বাস করত যে যে ব্যক্তি একজন নারীকে হত্যা করেছে তার বিরুদ্ধে কোনও বিচার করা হবে না। কিছু প্রথা এমনকি মৃত স্বামীর স্ত্রীকে হত্যা করত কারণ তাকে স্বামী ছাড়া বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করা হত না। এমনকি কিছু প্রথা ঘোষণা করেছিল যে নারীর উদ্দেশ্য কেবল পুরুষদের সেবা করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে, সকল মানুষকে সম্মান করতে শিক্ষা দিয়েছেন, ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচারকে আইনের আওতায় এনেছেন এবং পুরুষদেরকে নারীর উপর তাদের নিজস্ব অধিকারের সমান্তরালভাবে তাদের অধিকার পূরণের জন্য দায়ী করেছেন। নারীদের স্বাধীন ও স্বাধীন করা হয়েছে। পুরুষদের মতোই তিনিও তার নিজের জীবন ও সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছেন। কোনও পুরুষ কোনও নারীকে কাউকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। যদি তাকে তার সম্মতি ছাড়া বাধ্য করা হয়, তাহলে বিবাহ চালিয়ে যাওয়া বা বাতিল করা তার পছন্দ। কোনও পুরুষের অধিকার নেই যে তার সম্মতি এবং অনুমোদন ছাড়া তার সম্পত্তি থেকে কিছু ব্যয় করতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে স্বাধীন হয়ে যায় এবং কেউ তাকে কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে সে পুরুষদের মতো উত্তরাধিকারে অংশ পায়। নারীদের উপর ব্যয় করা এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করাকে আল্লাহ কর্তৃক ইবাদতের একটি কাজ হিসেবে ঘোষণা করা

হয়েছে। এই সমস্ত অধিকার এবং আরও অনেক কিছু নারীদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দেয়নি। এটা অদ্ভুত যে আজ যারা নারীর অধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় তারা ইসলামের সমালোচনা করে, যদিও ইসলাম বহু শতাব্দী আগে নারীদের অধিকার দিয়েছিল।

আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে, মহান আল্লাহ তায়ালা জোর দিয়ে বলেছেন যে স্ত্রীর অধিকার স্বামীর সমান এবং উভয়কেই একে অপরের অধিকার পূরণের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৮:

"...এবং তাদের [অর্থাৎ, স্ত্রীদের] প্রতি তাদের প্রাপ্যতা যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয় তার অনুরূপ। কিন্তু পুরুষদের [অর্থাৎ, স্বামীদের] তাদের উপর [দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে] একটি মর্যাদা রয়েছে..."

স্বামীকে গৃহস্থালির মধ্যে যে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হয়, তা তাদের উচ্চতর দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত। স্ত্রী, সন্তান এবং গৃহস্থালির খরচ বহন করা স্বামীর কর্তব্য। গৃহস্থালির মধ্যে স্ত্রীর কোন আর্থিক দায়িত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিয়ের আগেও তার কোন আর্থিক দায়িত্ব থাকে না, কারণ তার বাবা তার দায়িত্ব পালন করতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে, যদি সে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহলে তার সন্তানদের উপর দায়িত্ব বর্তায়। এই উচ্চতর দায়িত্ব উদযাপন বা গর্ব করার মতো কিছু নয় কারণ এর অর্থ হল বিচারের দিন একজন পুরুষকে আরও বেশি জবাবদিহি করতে হবে। আর বিচারের দিন যার আমল যাচাই করা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারির ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেবল একজন মূর্খই আরও বেশি দায়িত্ব কামনা করে যার জন্য তাকে মহান আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে। তাই নারীদের উচিত এই দায়িত্ব

থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় বিলাপ করার পরিবর্তে খুশি হওয়া যে তারা এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। অধিকন্তু, সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এই ডিগ্রি পুরুষদেরকে ভালো আচরণ করতে এবং তাদের স্ত্রীদের উপর যথাযথভাবে সম্পদ ব্যয় করতে উৎসাহিত করে কারণ পছন্দের ব্যক্তিকে ভালো চরিত্র গ্রহণের জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা করতে হবে। এটি তাফসির আল কুরতুবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮০-তে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে স্বামীদের পরিবারের মধ্যে উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়েছে, তবুও মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে তারা যেন তাদের অবস্থানের অপব্যবহার না করে, কারণ তিনি উভয় জগতেই তাদের এর জন্য জবাবদিহি করবেন, কারণ কেউই তাঁর শক্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৮:

"...কিন্তু পুরুষদের [অর্থাৎ, স্বামীদের] তাদের উপর [দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে] একটি মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী..."

মহান আল্লাহ ২২৮ নম্বর আয়াতের সমাপ্তি টেনে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যেহেতু একমাত্র তিনিই সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন, যেমন মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং পারিবারিক ঘর কীভাবে সংগঠিত করতে হয়, তাই তিনিই মানুষকে তাদের পরিবারের মধ্যে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি প্রদানের সর্বোত্তম অবস্থানে আছেন। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৮:

"... আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৮:

"...এবং তাদের [অর্থাৎ, স্ত্রীদের] প্রতি তাদের প্রাপ্যতা যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয় তার অনুরূপ। কিন্তু পুরুষদের [অর্থাৎ, স্বামীদের] তাদের উপর [দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে] একটি মর্যাদা রয়েছে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু মহান আল্লাহ একটি একক মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন যা একজনকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে, তাই মুসলমানদের অবশ্যই এই একক মানদণ্ড পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে এবং লিঙ্গ, জাতিগততা এবং সামাজিক মর্যাদার মতো অন্যান্য সমস্ত পার্থিব মানদণ্ড ত্যাগ করতে হবে। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

ধার্মিকতার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় থাকে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, একজন ব্যক্তি যত বেশি ধার্মিক, ততই তিনি উন্নত। অন্যান্য সকল মানদণ্ড যা মানুষকে আলাদা করে, যেমন লিঙ্গ, তা উপেক্ষা করা উচিত কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য গোপন থাকে, তাই মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে নিজেকে বা অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করা উচিত নয়। ৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

এরপর আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিলেন, যাতে তাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম-পূর্ব আরবদের মধ্যে, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তার ইদ্দতকালে কতবার ফিরিয়ে নিতে পারত তার কোন সীমা ছিল না এবং ফলস্বরূপ, একজন স্ত্রী অনির্দিষ্টকালের জন্য তার বিবাহের মধ্যে আটকে থাকত। আল্লাহ তাআলা এটি সংশোধন করে স্ত্রীকে তার ইদ্দতকালে ফিরিয়ে নেওয়ার সীমা দুইবার নির্ধারণ করে দেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন বা বিবাহিত থাকেন, তা সত্ত্বেও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৯:

"তালাক দুইবার। তারপর [তারপর], হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্যভাবে রাখো, নয়তো [তাকে] ভালো ব্যবহার করে ছেড়ে দাও..."

আবার, স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ স্বামীর প্রতি নির্দেশিত হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে স্ত্রীর তার স্বামীর সাথে ভালো আচরণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, একজন স্বামীর উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তার স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং তাদের মধ্যে যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করা। এটা আশ্চর্যজনক যে আজকের যুগে, স্ত্রীরা প্রায়শই তাদের স্বামীদের কাছ থেকে তাদের বিবাহের সমস্যা, যেমন বিবাহ পরামর্শ, বাইরের সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহের অভাবের অভিযোগ করে, যদিও মহান আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে স্বামীদের বিবাহের সমস্যা সমাধানের জন্য আরও আগ্রহী হওয়া উচিত, এমনকি এর জন্য বাইরের লোকদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হলেও।

এছাড়াও, কেউ যদি তার স্ত্রী/স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা তার সাথেই থাকে, তাহলে ভালো আচরণ বজায় রাখা সম্ভব, যখন কেউ তার স্ত্রী/স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে সে তার প্রিয়জনকে তার স্ত্রী/স্ত্রী দ্বারা আচরণ করা হোক বলে আশা করে।

যে সময়ে নারীদের গৃহস্থালির জিনিসপত্র হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হত এবং পুরুষরা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করত, সেই সময়ে মহান আল্লাহ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহরানা এবং তাকে প্রদত্ত অন্য কোনও উপহার স্বামী বা তার পরিবার জোর করে তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না, কারণ এটি চুরি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৯:

"... আর তুমি তাদের যা দিয়েছো তার কিছু নেওয়া তোমার জন্য বৈধ নয়..."

একজন স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার স্বামীর কাছে উপহার ফেরত দিতে পারেন যদি এটি তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, তার বা স্বামীর বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, তাদের উচিত তাদের মধ্যে সমস্যা সমাধানে বাইরের লোকদের জড়িত করা। যাদের অভিজ্ঞতা, ইসলামী জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর ভয় রয়েছে, তারা উভয় পক্ষের প্রতি আন্তরিক এবং সৎ হবেন। বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করার কথা বলা হয়েছে, কারণ দ্বৈত রূপের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যা কেবল স্বামী এবং স্ত্রীকে নির্দেশ করবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৯:

"... আর তোমরা তাদের যা দিয়েছো তার কিছু নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদি না উভয়েই ভয় পায় যে তারা আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে না। কিন্তু যদি তোমরা ভয় পাও যে তারা আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যে মুক্তিপণ দিয়ে আত্মসমর্পণ করবে তাতে তাদের কারোরই কোন দোষ নেই..."

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালো আচরণের গুরুত্ব, বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের জটিলতার সময়, আলোচনা করার পর, আল্লাহ এই বাস্তবতাকে আরও দৃঢ় করেছেন যে একে

অপরের সাথে খারাপ ব্যবহার করা তাঁর সীমা লঙঘন, যদিও বিবাহ এবং এর বিষয়গুলি দুজন ব্যক্তির মধ্যে হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২২৯:

"...এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, তাই এগুলো লঙঘন করো না..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামে আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পরস্পর সংযুক্ত এবং এগুলিকে পৃথক করা যায় না। অতএব, মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য উভয়ই পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত। মহান আল্লাহর অধিকার পূরণের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। এটি মানুষের অধিকার পূরণে সহায়তা করবে, কারণ এর মধ্যে অন্যদের প্রতি তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, একজন ব্যক্তির ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণ করা উচিত। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যা সে নিজেও সাধারণ মানুষের দ্বারা তার সাথে আচরণ করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে সে অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করে সে হল একজন মুমিনের সংজ্ঞা। জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙঘন করে, প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হবে, যা তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। ধনীদের এবং তারা কীভাবে মানসিক ব্যাধিতে জর্জরিত তা

পর্যবেক্ষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট চাপ বইয়ের বিশাল লাইব্রেরির মতো, যা কোনও ক্রমে সাজানো থাকে না। ফলস্বরূপ, যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বই খুঁজছেন তিনি এটি খুঁজে পেতে প্রচুর চাপের সম্মুখীন হবেন। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি একটি সুসংগঠিত লাইব্রেরির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বই খুঁজছেন তিনি সহজেই ন্যূনতম চাপের সাথে এটি খুঁজে পাবেন। এটি সেই ব্যক্তির মতো যে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, কারণ এটি

নিশ্চিত করে যে তাকে প্রদত্ত সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ, যার মধ্যে তার জীবনের মানুষও অন্তর্ভুক্ত, তার জীবনে সঠিকভাবে সংগঠিত, ঠিক যেমন বইয়ের সুসংগঠিত লাইব্রেরি।

আর মহান আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করলে অন্যের উপর জুলুম হবে। এই জালেম উভয় জগতেই বিচারের সম্মুখীন হবে, বিশেষ করে বিচারের দিনে। জালেমকে তাদের নেক আমলগুলো তাদের শিকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের শিকারের পাপগুলো গ্রহণ করবে। এর ফলে জালেমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিবাহিত দম্পতির তৃতীয় বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা করা উচিত নয়, কারণ এটি ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতির পরিপন্থী। কিন্তু যদি তারা তা করে, তাহলে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতির অপব্যবহারের জন্য শাস্তি কার্যকর হবে। তালাকপ্রাপ্ত দম্পতি আর পুনর্বিবাহ করতে পারবেন না, যদি না স্ত্রী অন্য কাউকে বিয়ে করে এবং তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তারপর তার দ্বিতীয় স্বামীকে তালাক দেয় অথবা সে মারা যায়। তালাকের উদ্দেশ্যে একজন মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ যাতে সে তার প্রথম স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। সুনান আবু দাউদ, সংখ্যা 2076-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 230:

"আর যদি সে তাকে [তৃতীয়বারের জন্য] তালাক দেয়, তাহলে পরবর্তীতে সে তার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন স্বামীকে বিয়ে করে..."

দুঃখের বিষয় হল, অনেক অজ্ঞ মুসলিম আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে, তালাক মুখে দেওয়া উচিত নয় কারণ তারা দাবি করেন যে রাগের মুহূর্তে তালাক দেওয়া যেতে পারে, যদিও তারা তা পুরোপুরিভাবে বলতে চান না। প্রথমত, লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, যদি কেউ পবিত্র কুরআনের উপদেশ এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করে, তাহলে তারা কখনোই একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করবে না। মহানবী (সা.)-এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই ধরণের আচরণকে পবিত্র কুরআনের সাথে উপহাস করার শামিল বলে অভিহিত করেছেন। সুনানে আন নাসায়ী, ৩৪৩০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা স্পষ্টভাবে তালাক দেয় তারা তাদের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বিশেষ করে এই ধরনের গুরুতর ক্ষেত্রে, তাই তারা প্রথমে বিবাহিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিণত নয়। দ্বিতীয়ত, যদি কেউ ইসলামের উপদেশ অনুসরণ করে এবং আলাদা আলাদা সময়ে মৌখিকভাবে তালাক দেয়, তাহলে এটি তাদের আবেগকে শান্ত করার সুযোগ করে দেয় যাতে তারা পরবর্তী তালাক দেওয়ার আগে সবকিছু ভেবে দেখতে পারে। পরিশেষে, এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলিম কীভাবে মেনে নেয় যে বিয়ের আগে যে ব্যক্তি তাদের জন্য অবৈধ ছিল সে কথার মাধ্যমে তাদের জন্য বৈধ হতে পারে কিন্তু কথার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। এই আপত্তি কেবল নিজের অজ্ঞতা এবং আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্ররোচিত। যদি কাউকে কথার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের আপত্তি করতে হয় তবে তাদের কথার মাধ্যমে বিবাহেরও আপত্তি করা উচিত। উপরন্তু, পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়াও ইসলামের কাছে অপছন্দনীয়। পূর্ববর্তী আয়াত, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২২৯ দ্বারা এটি নির্দেশিত হয়েছে:

"তালাক দুইবার। তারপর [তারপর] হয় [তাকে] গ্রহণযোগ্যভাবে রাখো, অথবা [তাকে] উত্তমভাবে ছেড়ে দাও।" চিকিৎসা..."

পরিবর্তে, একজনের উচিত একটি তালাক দেওয়া এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নিয়ে ইদ্দতের সময়কাল শেষ করা, কারণ এতে বিবাহের অবসান ঘটবে অথবা সর্বাধিক দুটি পৃথক তালাক দেওয়া হবে এবং তারপরে ইদ্দতের সময়কাল শেষ হতে দেওয়া হবে। যদি এটি ঘটে তবে দম্পতি একটি নতুন বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ করতে পারবেন, স্ত্রীকে প্রথমে অন্য কারও সাথে বিবাহ করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি তারা পুনরায় বিবাহ করে তবে তালাকের একটি উচ্চারণ স্থায়ীভাবে দুটিকে পৃথক করে দেবে, কারণ তাদের প্রথম বিবাহে ইতিমধ্যে দুটি উচ্চারণ ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজন মুসলিমকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ অনিয়ন্ত্রিত জিহ্বা উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। এছাড়াও, তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে যাতে তারা তাড়াহুড়ো করে এমন আচরণ না করে যার জন্য তারা পরে অনুতপ্ত হয়।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩০:

"আর যদি সে তাকে [তৃতীয়বারের জন্য] তালাক দেয়, তাহলে পরবর্তীতে সে তার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন স্বামীকে বিয়ে করে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদের সতর্ক করে যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা না করে অথবা কখন বাস্তবায়ন করবেন তা বেছে নিয়ে তাদের উপেক্ষা না করে। এই উপহাসের জন্য তারা উভয় জগতেই জবাবদিহি করবে, কারণ এটি কেবল অসম্মানজনকই নয় বরং বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। ঠিক যেমন একজন রাষ্ট্রদূত তাদের জাতির ভুলভাবে উপস্থাপন করলে পরিণতি ভোগ করেন, তেমনি যে মুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে, তাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে, কারণ ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর কর্তব্য।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনুভূতি পরিবর্তিত হওয়ায় এবং মানুষ ভুল করে পরে অনুতপ্ত হতে পারে, তাই দ্বিতীয় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে অথবা তার মৃত্যুর পর, মহান আল্লাহ একজন দম্পতিকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দেন। কিন্তু এই পুনর্বিবাহ কেবল তখনই করা উচিত যদি দম্পতি তাদের অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে সবকিছু কার্যকর করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে একে অপরের অধিকার পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩০:

"...আর যদি সে [অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্বামী] তাকে তালাক দেয় [অথবা মারা যায়], তাহলে তাদের [অর্থাৎ, মহিলা এবং তার পূর্ববর্তী স্বামী] একে অপরের কাছে ফিরে যাওয়ার কোন দোষ নেই যদি তারা মনে করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা [র মধ্যে] বজায় রাখতে পারবে..."

মহান আল্লাহ আবারও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মানুষের সাথে অন্যের অধিকার পূরণের সম্পর্ক সরাসরি তাঁর আনুগত্যের সাথে জড়িত। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে

অন্যদের সাথে আচরণ না করা মানে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করা, এবং তাই যেকোনো মূল্যে এটি এড়িয়ে চলা উচিত। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ অন্যদের সাথে সেই আচরণ করার চেষ্টা করে যা সে নিজে অন্যদের দ্বারা আচরণ করা হোক বলে আশা করে।

একমাত্র আল্লাহ তাআলাই মানুষের জন্য জীবনযাপনের জন্য একটি আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আচরণবিধি, কারণ তিনিই মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা, বিবাহের মধ্যে ঘটতে পারে এমন বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলি কীভাবে সমাধান করবেন সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা এবং স্বামী-স্ত্রীর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধগম্যতার অভাবের কারণে অন্য কোনও আচরণবিধি সর্বদা অসম্পূর্ণ থাকবে, এমনকি এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিবাহ পরামর্শদাতা, তার অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে, স্বামী-স্ত্রীর মানসিক অবস্থার প্রতিটি দিক এবং দম্পতিদের মধ্যে বৈবাহিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারবেন না যা মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে বিভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মধ্যে ভিন্ন। এই সমস্ত জ্ঞান মানুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে না। কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই এটি এবং অন্যান্য সমস্ত ধরণের জ্ঞানকে পরিবেষ্টিত করেছেন। অতএব, যদি কেউ বিবাহ বা জীবনের অন্য কোনও ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা চান, তাহলে তাদের সফল বিবাহ এবং একটি আরামদায়ক পারিবারিক ঘর অর্জনের জন্য ইসলামের শিক্ষার উপর নির্ভর করতে হবে, যা মানসিক শান্তি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যারা ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী, কেবল তারাই এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩০:

"...এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি জ্ঞানী [বোঝা] লোকদের জন্য স্পষ্ট করে দেন।"

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ স্বামীকে বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, যদি তারা বিবাহ বন্ধন বা তালাক অব্যাহত রাখতে চায়, তাহলে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩১:

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ন করে, তখন হয় তাদেরকে বৈধ শর্তে রাখো অথবা বৈধ শর্তে ছেড়ে দাও, এবং তাদেরকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না, যাতে তারা সীমালঙ্ঘন করতে পারে।"

এরপর মহান আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে একটি সর্বজনীন নীতি ব্যাখ্যা করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩১:

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ন করে, তখন তাদেরকে বৈধ শর্ত অনুসারে রাখো অথবা বৈধ শর্ত অনুসারে ছেড়ে দাও, এবং তাদেরকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না, যাতে তারা সীমালঙ্ঘন করতে পারে। আর যে ব্যক্তি তা করে সে অবশ্যই নিজের উপর জুলুম করেছে..."

যে অন্যের ক্ষতি করে সে আসলে নিজেরই ক্ষতি করছে, যদিও তা তার কাছে স্পষ্ট নয়। এর কারণ হল, একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারে না, এবং তাই উভয় জগতেই তাকে তার কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই

পৃথিবীতে, তার কাছে থাকা জিনিসগুলিই তার জন্য চাপ এবং দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। পরকালে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন যার ফলে অন্যায়কারী তাদের নেক আমলগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করবে এবং প্রয়োজনে, অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, নিজের জন্য অন্যদের উপর অন্যায় করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ তারা যে ক্ষতি করে তা কেবল তার নিজের দিকেই ফিরে আসবে।

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানদের অবশ্যই মৌখিকভাবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে কিন্তু বাস্তবে তা বাস্তবায়ন না করে ইসলামকে উপহাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩১:

"... আর আল্লাহর আয়াতগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করো না..."

এই উপহাস তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেবে এবং ফলস্বরূপ এটি একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার সৃষ্টি হবে, এমনকি যদি কেউ আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। অধ্যায় ৯, আত তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

উপরন্তু, এই উপহাসের ফলে একজন মুসলিম বাইরের বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং ফলস্বরূপ তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। এর জবাব প্রতিটি মুসলিমকেই দিতে হবে, কারণ তারা ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার মুহূর্তেই ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

বরং, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, সেগুলো শেখা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে। এগুলো বর্ণনা করে যে, একজন ব্যক্তি কীভাবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করবেন, যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও

শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে, যা একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩১:

"... আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও জ্ঞানের কথা স্মরণ করো, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন..."

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, বিশেষ করে মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি বা সমাজ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার সমাধান কীভাবে করতে হবে, তাই তিনিই মানবজাতিকে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে তা নির্দেশ দিতে পারেন। জ্ঞানের অভাব, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে সমস্ত মানবসৃষ্ট নির্দেশ এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না।

২৩১ নং আয়াতে জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এটি মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখায় যাতে এটি তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করে। ইসলামী জ্ঞান মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সজ্জিত করে যাতে তারা তাদের সমস্ত পার্থিব এবং ধর্মীয় জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করে যা নিশ্চিত করে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যা ফলস্বরূপ মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। জ্ঞান ছাড়া, একজন ব্যক্তি সহজেই তাদের জ্ঞানের অপব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিপজ্জনক জিনিস তৈরি করতে পারে, যেমন অস্ত্র, যদি জ্ঞান প্রয়োগ না করা হয়। অন্যদিকে, যার জ্ঞান আছে সে তার বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে দরকারী জিনিস

তৈরি করবে, যেমন ওষুধ। এই জ্ঞান ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

এরপর মহান আল্লাহ মুসলিমদের ইসলামের শিক্ষা মেনে চলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির পরামর্শের বিরোধিতা করেও। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩১:

"...আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।"

একজন ব্যক্তির উচিত একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করা যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস দেওয়া হয়। ঠিক যেমন এই বিচক্ষণ রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো থাকবেন। অন্যদিকে, যে রোগী তার ডাক্তারের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এটি তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত, তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে এবং যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেন কারণ এটি তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। একজন ডাক্তার ভুল করতে পারেন কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, তাই তিনি যে আচরণবিধি মানবজাতিকে দিয়েছেন তা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

মানুষ যে পথই বেছে নাও না কেন, উভয় জগতেই তাকে তার পছন্দের পরিণতি ভোগ করতে হবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর শক্তি এবং জ্ঞান থেকে বাঁচতে পারে না। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩১:

"... আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩২:

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদের স্বামীদের সাথে পুনর্বিবাহ করতে বাধা দিও না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে বৈধভাবে সম্মত হয়..."

এর অর্থ হতে পারে যে, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। দুঃখের বিষয়, মুসলিমদের মধ্যে প্রায়শই এটি ঘটে, যেখানে প্রাক্তন স্বামীর পরিবার তার প্রাক্তন স্ত্রী সম্পর্কে গুজব ছড়ায় যাতে তার জন্য অন্য স্বামী খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য যা গ্রহণ করা উচিত কারণ কেউই চায় না যে তার মেয়ের সাথে এইভাবে আচরণ করা হোক। তাহলে একজন মুসলিম কীভাবে অন্যের মেয়ের সাথে এইভাবে আচরণ করতে পারে? ইসলাম স্পষ্ট করে যে, একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন সে চায় যে তার প্রিয়জনরা অন্যদের সাথে আচরণ করুক। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণ। অন্যের সুনাম নষ্ট করা একটি গুরুতর পাপ যা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি মহান আল্লাহ এবং অন্য কারো প্রতি অবাধ্যতার একটি বড় কাজ। যখন কেউ এই ধরণের গুরুতর পাপ করে, তখন এটি প্রায়শই উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩২:

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদের স্বামীদের সাথে পুনর্বিবাহ করতে বাধা দিও না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে বৈধভাবে সম্মত হয়..."

এই আয়াতের অর্থ এইও হতে পারে যে, উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনদের তালাকপ্রাপ্ত দম্পতিকে একে অপরের সাথে পুনর্বিবাহ করতে বাধা দেওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না তারা উভয়েই তাদের অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ভবিষ্যতে একে অপরের অধিকার পূরণ করার সংকল্প করে। এই ব্যাখ্যাটি জামে আত তিরমিযী, ২৯৮১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত। মহানবী (সা.)-এর সময়ে, একজন ভাই প্রথমে তার বোনকে তার স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহ করতে বাধা দিয়েছিল, যখন সে তাকে একবার তালাক দিয়েছিল এবং ইদ্দত শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি আন্তরিকভাবে আল্লাহর আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তাদের পুনর্বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের বৈধ বিবাহ বন্ধ না করে। কারণ, আল্লাহ তাআলা যখন কোন কিছুকে বৈধ ঘোষণা করেছেন, তখন তা বন্ধ করা হলো হারাম ঘোষণা করার এক প্রকার উপায়। এটি এতটাই গুরুতর বিষয় যে, এটি সরাসরি একজন ব্যক্তির আল্লাহ এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩২:

"...তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য এটি নির্দেশিত..."

দুঃখের বিষয় হল, আল্লাহ তাআলা যখন কোন কিছুকে হালাল করেছেন, তখন এমন আচরণ করা যেখানে কেউ যেন কোন কিছুকে হারাম বলে মনে করে, যা প্রায়শই মুসলমানদের মধ্যে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক মুসলিম তাদের সন্তানদেরকে ইসলামবিরোধী কারণে বৈধ বিবাহ থেকে বিরত রাখে, যেমন স্বামী/স্ত্রী তাদের থেকে ভিন্ন দেশের। এটি একটি গুরুতর সমস্যা কারণ কারওই তাদের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসকে হালাল বা অবৈধ করার অধিকার নেই কারণ এটি সরাসরি আল্লাহর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। তাই এটি যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। যেহেতু অজ্ঞতা এই আচরণের প্রধান কারণ, তাই এটি এড়াতে ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে হবে।

উপরন্তু, ২৩২ নং আয়াতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বৈধ বিবাহ বন্ধ করার ফলে প্রায়শই উভয়ের মধ্যে একটি অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হতে পারে, যা জড়িত সকলের

জন্য উভয় জগতেই কেবল সমস্যা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, ২৩২ নং আয়াত:

"...এটা তোমার জন্য ভালো এবং আরও পবিত্র..."

দুই পরিবারের বিবাহ বন্ধ করার যে কোন কারণই থাকুক না কেন, তা ভবিষ্যতের জ্ঞানের অভাবের কারণে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তাদের পছন্দটি আবেগের উপর নির্ভর করে, প্রমাণের উপর নয়। অতএব, তারা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থানে নেই, কেবলমাত্র মহান আল্লাহই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কারণ তিনি সবকিছু জানেন। এবং যেহেতু মহান আল্লাহ বিবাহকে বৈধ করেছেন, তাই অন্যদের এটিকে অবৈধ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩২:

"... আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"

বিবাহিত মুসলিমদের জন্য কিছু সাধারণ পরামর্শ নিচে দেওয়া হল, যাতে বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত করতে পারে এমন বৈবাহিক সমস্যা এড়ানো যায়।

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা উচিত। সহিহ বুখারির ৫০৯০ নম্বর হাদিসে

উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে , একজন ব্যক্তির এমন একজন জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা উচিত যার মধ্যে ধার্মিকতা রয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনসঙ্গীর অধিকার পূরণ করবে এবং তাদের সাথে অন্যায় আচরণ এড়াবে, এমনকি যখন তারা রাগান্বিত থাকে, কারণ তারা তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করতে ভয় পায়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে না, সে তার জীবনসঙ্গীর অধিকার পূরণ করবে না এবং তারা সহজেই তাদের সাথে অন্যায় করবে, কারণ তারা তাদের পছন্দ এবং কর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভয় পায় না।

তাছাড়া, যদি একজন মুসলিম মাটির মতো আচরণ করে এবং সর্বদা তার স্ত্রীকে সমর্থন করে, তাহলে তার স্ত্রী তাদের জন্য আকাশ হয়ে উঠবে, তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। যদি একজন মুসলিম তার স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি দান করে, তাহলে বিনিময়ে তারা তাদের জন্য আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সহায়তার স্তম্ভ হয়ে উঠবে। যদি একজন মুসলিম ইসলামের আইন মেনে তার স্ত্রীকে খুশি রাখার চেষ্টা করে, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে তার স্ত্রীও একই কাজ করে। যদি তারা তাদের স্ত্রীকে সম্মান ও সম্মান করে, তাহলে তারাও একই কাজ পাবে। অর্থাৎ, কেউ যা দেয়, তাই সে পাবে।

একজন মুসলিমের বিনয়ী হওয়া উচিত এবং কেবল এমনভাবে কথা বলা এবং কাজ করা উচিত যা মহান আল্লাহ এবং তার স্ত্রীকে খুশি করে। তাদের বিবাহ এবং তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত কারণ এটিই প্রকৃত ঐশ্বর্য এবং সুখ। মিডিয়া দেখলে এটা স্পষ্ট যে খ্যাতি এবং ভাগ্য সুখ বয়ে আনে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সেলিব্রিটি তাদের খ্যাতি এবং ভাগ্য সত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদ করেন। একজন মুসলিমের উচিত নিশ্চিত করা যে তারা তাদের স্ত্রীর জন্য নিজেকে সাজিয়ে তুলবে এবং অপচয় এবং অপচয় এড়িয়ে চলবে কারণ এটি তাদের ভাগ করে নেওয়া ভালোবাসা বজায় রাখার একটি দিক। একজনের সর্বদা তাদের স্ত্রীর মেজাজ সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং যথাযথভাবে কথা বলা এবং আচরণ

করা উচিত, কারণ সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলা হলেও তর্ক হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ ক্ষুধার্ত বা ক্লান্ত থাকে। একজন মুসলিমের উচিত অর্থের মূল্য উপলব্ধি করা এবং তা অপচয় করা উচিত নয় কারণ এটি আল্লাহ, পরাক্রমশালী দ্বারা অপছন্দ করা হয় এবং আল্লাহ, পরাক্রমশালীকে ভয় করে এমন স্বামীর দ্বারা অপছন্দ করা হয়। বিবাহিত দম্পতির উচিত ধর্মীয় বিষয়ে নিজেদের শিক্ষিত করা এবং তাদের সন্তানদের পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই ভালো শিক্ষা লাভ নিশ্চিত করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। এই শিক্ষা তাদের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করবে। একজন মুসলিমের উচিত তার স্ত্রীর যুক্তিসঙ্গত চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা যতক্ষণ না এটি আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে না যায়, কারণ ক্রমাগত স্বামী/স্ত্রীকে অস্বীকার করলে রাগ এবং তর্ক-বিতর্ক হতে পারে। তাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে তা গোপন রাখা উচিত কারণ গোপনীয়তা প্রকাশ করলে বিবাহিত দম্পতির মধ্যে আস্থা ভেঙে যেতে পারে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল যখন কেউ অন্যের পরামর্শ চায়, কিন্তু তবুও এটি জনসাধারণের বিষয় হয়ে উঠবে না এবং খুব বেশি লোকের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। একজন মুসলিমের উচিত, সীমার মধ্যে, তার স্ত্রীর আবেগ প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা, উদাহরণস্বরূপ, তার স্ত্রীর দুঃখের সময় তাদের প্রকাশ্যে খুশি হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করতে পারে যে তার স্ত্রী তাদের অনুভূতির প্রতি যত্নশীল নয়। একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের সীমার মধ্যে তার স্ত্রীর জন্য ত্যাগ এবং আপস করতে শেখা কারণ এর ফলে তার স্ত্রী তাদের খুশি রাখার জন্য চেষ্টা করবে। এই সবকিছু মনে রাখার একটি ভালো উপায় হল একজন মুসলিমের উচিত তার স্ত্রীর সাথে একই আচরণ করা যেভাবে সে চায় তার প্রিয়তমা তার স্ত্রীর সাথে আচরণ করুক। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্বামীর তার স্ত্রীর সাথে একই আচরণ করা উচিত যেভাবে সে চায় তার জামাই তার মেয়ের সাথে আচরণ করুক। অথবা একজন স্ত্রীর উচিত তার স্বামীর সাথে ঠিক সেইরকম আচরণ করা যেমন সে তার পুত্রবধূর সাথে তার ছেলের সাথে আচরণ করতে চায়। এই মানসিকতা অবলম্বন করলেই বিবাহের মধ্যে অসংখ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এরপর মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্তির পর সন্তানদের লালন-পালনের বিষয়টি আলোচনা করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৩:

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাতে পারবে, যারা স্তন্যপান করানোর সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। পিতার উপর তাদের (অর্থাৎ, মায়েদের) রিযিক এবং পোশাকের দায়িত্ব যথাযথভাবে বর্তাবে..."

সন্তান লালন-পালনের আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর বর্তায় এবং সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়কালে তার পূর্বতন স্ত্রীর আর্থিক চাহিদাও তার পূর্বতন স্বামীর উপর বর্তায়। যেহেতু এই দায়িত্ব মহান আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেছেন, তাই একজন পুরুষের এটিকে অবহেলা করা উচিত নয় কারণ উভয় জগতেই তাকে এর জন্য দায়ী থাকতে হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেন যে, ইসলামের প্রতিটি কর্তব্য মানুষই পালন করতে পারে, কারণ তিনি এমন ব্যক্তির উপর এমন কোন কর্তব্য চাপান না যা তারা পালন করতে পারে না এবং তিনি এমন কোন পরিস্থিতির নির্দেশ দেন না যার মুখোমুখি একজন ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য বজায় রেখে চলতে পারে না। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৩:

"...কোনও ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি অভিযোগ আনা হয় না..."

পবিত্র কুরআনে যেমন বারবার বলা হয়েছে, তেমনি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মানুষের কাছে কোনও অজুহাত নেই। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মানুষ দাবি করে যে তারা তাদের কর্তব্য পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে কিন্তু তা পালনে ব্যর্থ হয়। তাদের বুঝতে হবে যে যদি তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করতো তবে তারা তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করতো কারণ এটি আল্লাহ কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে, তাই তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে না। মানুষকে অলসতা ত্যাগ করতে হবে কারণ তুচ্ছ অজুহাত আল্লাহ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ তিনিই ভালো জানেন যে মানুষ কী করতে সক্ষম এবং সে অনুযায়ী তাদের জন্য কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ মুসলিমদের সতর্ক করে বলেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টির জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে। বরং, প্রতিটি ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পরিবারের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৩:

"...কোন মা তার সন্তানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, এবং কোন বাবা তার সন্তানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না..."

প্রথমত, সন্তানের মাধ্যমে বাবার ক্ষতি করার আগে মায়ের ক্ষতি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল, পিতার উচিত আল্লাহর এই সীমা অতিক্রম করার এবং তার সন্তানের মাধ্যমে তার পূর্ববর্তী স্ত্রীর ক্ষতি করার ব্যাপারে আরও সংবেদনশীল এবং ভীত হওয়া। পিতা বা মাতা তাদের সন্তানের সামনে একে অপরকে অবজ্ঞা বা

অসম্মান করা উচিত নয়, যার ফলে সন্তানের তাদের পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা হ্রাস পাবে। এটি একটি দুষ্ট শয়তানী মানসিকতা কারণ একজন মুসলিমের কাজ হল শিশুদের হৃদয়ে অন্যদের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা। যদি তারা এর বিপরীত কাজ করে, তাহলে শিশু বড় হয়ে কাউকে সম্মান বা ভালোবাসা করবে না এবং এটি তাদের পথভ্রষ্টতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।

তাছাড়া, মুসলিম বিবাহের মধ্যে এইভাবে অন্যদের ক্ষতি করার ঘটনা প্রায়ই ঘটে, যেখানে একজন ব্যক্তি তার সন্তানকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তার ইচ্ছামতো জিনিস পেতে, যেমন তার স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের থেকে দূরে অন্য বাড়িতে চলে যাওয়া। এই ধরণের আচরণ করা কোনও ছোটখাটো বিষয় নয় কারণ পবিত্র কুরআনে এটি সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং এই ধরণের আচরণ বিবাহিত বা তালাকপ্রাপ্ত দম্পতির মধ্যে কেবল আরও উত্তেজনা এবং সমস্যা তৈরি করে, যা জড়িত সকলের জন্য, বিশেষ করে শিশুদের জন্য আরও বেশি তর্ক এবং চাপের দিকে পরিচালিত করে।

মহান আল্লাহ পিতার পরিবারকে তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার সন্তানদের এবং পূর্বের স্ত্রীর প্রতি তার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৩:

"... আর [পিতার] উত্তরাধিকারীর উপর [পিতার] মতোই [একটি কর্তব্য]..."

আবার, অনেক মুসলিম পরিবার এই নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং তাদের মৃত আত্মীয়ের প্রাক্তন স্ত্রী এবং সন্তানদের দ্রুত পরিত্যাগ করে, যদিও ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে হবে। একটি পরিবারকে তাদের মৃত আত্মীয়ের জীবনে রেখে যাওয়া শূন্যতা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা সঠিক উপায়ে বেড়ে ওঠে এবং উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। পরিবারগুলি তাদের মৃত আত্মীয়ের সন্তানদের এভাবে পরিত্যাগ করে এই শিশুদের বিপথগামী হওয়ার একটি প্রধান কারণ, যা প্রায়শই তাদের অপরাধ এবং কারাগারের জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

যেহেতু মহান আল্লাহ জানেন যে মানুষ একে অপরের সাথে কী ধরনের খারাপ আচরণ করতে পারে, তাই তিনি উভয় পক্ষের সম্মতি থাকলে শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার অনুমতি দেন। তবে শিশুদের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পারস্পরিক পরামর্শ এবং সম্মতি অবশ্যই থাকতে হবে। মা এবং বাবা উভয়েরই তাদের সন্তানের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্তে জড়িত থাকার অধিকার রয়েছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৩:

"...আর যদি তারা উভয়েই পারস্পরিক সম্মতি এবং পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কারোরই কোন দোষ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কারো দ্বারা দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে তোমাদের কোন দোষ নেই, যতক্ষণ না তোমরা বৈধভাবে পারিশ্রমিক দাও..."

এরপর আল্লাহ তাআলা উভয় পিতামাতাকে সতর্ক করে বলেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থে আচরণ করে এবং একে অপরের প্রতি কোনও নেতিবাচক অনুভূতি যেন এর প্রতিবন্ধক না হয় কারণ আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য,

কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ড জানেন এবং উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৩৩)

"...আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ দেখেন।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের তাদের সন্তানদের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় জীবনেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের দুনিয়ায় সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিকাশে একই প্রচেষ্টা করতে ব্যর্থ হন, যদিও পরেরটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। একটি শিশুকে এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে শেখার জন্য মসজিদে পাঠানো যথেষ্ট নয় যা তারা বোঝে না। প্রতিটি বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্যের জ্ঞান শেখানো। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের সন্তান ইসলামী জ্ঞান গ্রহণ করবে এবং তা জেনে কাজ করবে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যা তাদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যাবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ফিরে আসবে। সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা তাদের পথভ্রষ্টতার একটি প্রধান কারণ, যার জন্য উভয় জগতেই প্রতিটি পিতামাতাকে জবাবদিহি করতে হবে। এই পৃথিবীতে, তাদের সন্তান তাদের জন্য চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে উঠবে এবং পরকালে যা ঘটবে তা আরও খারাপ হবে। একজন পিতামাতা কেবল তখনই এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে পারেন যদি তারা তাদের সন্তানদের অধিকার পূরণের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রচেষ্টা করেন। অর্থাৎ, তাদের সন্তানদের কাছ থেকে কোনও প্রশংসা এবং প্রতিদান চাওয়া উচিত নয়, কারণ এটি কেবল তিক্ততার দিকে

পরিচালিত করে, যখন তাদের সন্তানরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। এবং যেহেতু তারা তাদের সন্তানদের মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য লালন-পালন করেনি, তাই তারা তাঁর কাছ থেকে কোনও প্রতিদানও পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৩৪-২৩৫

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রীদের রেখে যাবে, তারা (স্ত্রীরা) চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের সাথে যা কিছু করবে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা সম্পূর্ণরূপে অবগত।

তোমরা নারীদের কাছে বিবাহ-প্রার্থনার ব্যাপারে [পরোক্ষভাবে] ইঙ্গিত করলে অথবা তোমাদের মনে যা গোপন থাকে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের কথা মনে রাখবে। তবে গোপনে তাদের প্রতিশ্রুতি দিও না, কেবল সঠিক কথা বলা ছাড়া। এবং নির্ধারিত ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ-চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিও না। এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন, তাই তাঁর থেকে সাবধান থাকো। এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।"

এরপর আল্লাহ তাআলা স্বামীর মৃত্যুর পর একজন বিধবাকে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা উল্লেখ করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৪:

" *আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রীদের রেখে যাবে, তারা, [স্ত্রীরা] চার মাস দশ [দিন] অপেক্ষা করবে..."*

এই ইদ্দতের সময়কালে বিধবা তার মৃত স্বামীর বাড়িতে থাকার অধিকারী এবং তার সম্পদ দ্বারা আর্থিকভাবে প্রতিপালিত হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৪০:

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের জন্য অসিয়ত হল: এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ, তাদের বের করে না দিয়ে..."

দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম পরিবার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাদের মৃত আত্মীয়ের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, যদিও পবিত্র কুরআনে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।

বিধবার ইদ্দতের সময়কাল গর্ভধারণের জন্য উন্মুক্ত করে, যা স্পষ্টতই তার ভবিষ্যতের পছন্দগুলিকে প্রভাবিত করবে। এছাড়াও, ইদ্দতের সময়কাল স্ত্রীকে তার মৃত স্বামীর জন্য শোক প্রকাশ করার সুযোগ দেয়, ইসলামের শিক্ষার সীমার

মধ্যে, ভবিষ্যতের পছন্দ এবং সিদ্ধান্তগুলিতে তাড়াহুড়ো না করে যার জন্য সে পরে অনুশোচনা করতে পারে, যেমন অন্য কারও সাথে বিবাহ। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পরে, বিধবা অবিবাহিত থাকতে বা পুনরায় বিবাহ করতে স্বাধীন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৪:

"... অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তারা নিজেদের সাথে যা কিছু গ্রহণযোগ্যভাবে করে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই.."

এই আয়াতে বহুবচন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এটি বিধবার আত্মীয়স্বজনদের তার ইদ্দতকাল এবং ভবিষ্যতের পছন্দ, যেমন বিবাহ, জুড়ে তাকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। বিধবাদের প্রতি সমর্থন জানানো আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা কঠিন মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকে এবং তাই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ইসলামে বিধবাদের মর্যাদা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, যেমন মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা, বিশেষ করে তার আত্মীয়দের দ্বারা, তাদের সহায়তা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে ৬০০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি যদি একজন বিধবাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে তবে সে তার সমান সওয়াব লাভ করতে পারে যে প্রতিদিন রোজা রাখে এবং প্রতি রাতে নফল নামাজ পড়ে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতে বিধবার ভবিষ্যৎ পছন্দের ভারও তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তাই, যদি সে আবার বিয়ে করতে চায়, তাহলে তার আত্মীয়স্বজন এবং তার মৃত স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের তাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে, যেমন অবিবাহিত থাকার জন্য, বাধ্য করা উচিত নয়। আত্মীয়স্বজনের ভূমিকা হল

বিধবাকে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিকভাবে সমর্থন করা, তাকে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা নয় যা তাদের খুশি করে। উপরন্তু, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পরে, বিধবার এমন অনুভূতি হওয়া উচিত নয় যে তাকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যা তার আত্মীয়স্বজন বা তার মৃত স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের খুশি করে। আল্লাহ, মহান, তার অনুভূতি স্বীকার করেছেন এবং তাকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজের পছন্দ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাই তাকে কলঙ্ক, অন্যদের অনুভূতি বা সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতামত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। যেহেতু আল্লাহ, মহান, কারও উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তাই বিধবা এবং তার আত্মীয়স্বজন উভয়কেই ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আচরণ করতে হবে কারণ উভয় জগতেই তাদের সকলকে এর জন্য দায়ী করা হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৪:

"... আর তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।"

এটি আবারও ইঙ্গিত দেয় যে মানুষের সাথে পার্থিব বিষয়ের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার সরাসরি সংযুক্ত এবং উভয়কেই অবহেলা করা উচিত নয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন যে, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহের প্রস্তাব সঠিক ও সম্মানজনকভাবে দিতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৫:

"তোমরা নারীদের কাছে প্রস্তাবের ব্যাপারে [পরোক্ষভাবে] যা ইঙ্গিত করো, অথবা তোমাদের মনে যা গোপন করো, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের কথা মনে রাখবে। তবে গোপনে তাদের প্রতিশ্রুতি দিও না, কেবল সঠিক কথা বলা ছাড়া..."

একটি সঠিক কথা হলো প্রস্তাব সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা এবং গোপনে বিধবাকে সরাসরি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরিবর্তে উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত করা। একজন পুরুষের উচিত বিধবার পরিবারের সাথে মর্যাদাপূর্ণভাবে বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা যাতে তার ভালো এবং মহৎ উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট হয়। তার এমনভাবে আলোচনা করা উচিত যাতে তিনি চান যে একজন পুরুষ তার মেয়ে বা বোনের সাথে বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করুক। যেহেতু একজন বিধবা একটি আবেগঘন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাই যেকোনো গোপন প্রস্তাব যা তার জন্য উপযুক্ত নয় তা গ্রহণ করা যেতে পারে, যা কেবল তার দীর্ঘমেয়াদী চাপ বাড়িয়ে দেবে। অন্যদিকে, বিধবার আত্মীয়স্বজনদের সাথে জড়িত এমন একটি প্রস্তাব সঠিক পদ্ধতিতে মোকাবেলা করা যেতে পারে যার ফলে তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত এড়ানো যায়।

উপরন্তু, নতুন বিবাহ চুক্তি সম্পাদনের আগে ইদ্দতকাল অবশ্যই শেষ হতে হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৫:

"... *এবং নির্ধারিত ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নিও না..."*

ইদ্দতের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যা পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয় এবং বিধবাকে সর্বোত্তম যত্ন প্রদান করা হয় যাতে সে তার স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবন আরও সহজে এগিয়ে যেতে পারে। ইসলামের আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি কেবল নিজের এবং অন্যদের জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করবে, এমনকি যদি আদেশগুলি তাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। এই জ্ঞানী রোগী যেমন ভালো মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো থাকবেন। যে ব্যক্তি তা করতে ব্যর্থ হয় সে তাদের সিদ্ধান্তের পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না, কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম জানেন এবং উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৫:

"... *আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন, তাই তাঁর থেকে সাবধান থাকো...*"

কিন্তু ইসলাম যেহেতু ভারসাম্য ও করুণার ধর্ম, তাই তাদের জন্য ক্ষমা ও করুণার দরজা সর্বদা খোলা, এমনকি যদি তারা অতীতে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে থাকে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৫:

"... *আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিঃসন্দেহে তাওবা বলতে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাওয়া জড়িত। যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার সৃষ্টি করে, ততক্ষণ পর্যন্ত একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

২৩৫ নং আয়াতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট ঐশ্বরিক গুণাবলী জানার নির্দেশ ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে, যাতে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তাআলার প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করতে উৎসাহিত করা যায়, তাঁর সম্পর্কে এমন বিচ্যুত বিশ্বাস গ্রহণ না করে যা অসম্মানজনক এবং কিছু ক্ষেত্রে নিন্দনীয়। সহীহ বুখারীতে ২৭৩৬ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিরানব্বই নাম জানে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এছাড়াও, ঐশ্বরিক গুণাবলী শেখার মাধ্যমে সে তার মানবিক ক্ষমতা অনুসারে সেগুলোর উপর আমল করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে জানে, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বশক্তিমান, তিনি আল্লাহর জন্য অন্যদের প্রতি দয়া করবেন।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৫:

"... *আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।"*

বিধবা এবং তার আত্মীয়স্বজনদের এই দুটি ঐশ্বরিক নামের উপর আমল করা উচিত যাতে তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। বিধবার উচিত তার মৃত স্বামীর যেকোনো ভুলের জন্য ক্ষমা করার চেষ্টা করা এবং ধৈর্যের সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, কারণ তিনি জানেন যে এটি জড়িত সকলের জন্যই মঙ্গলজনক, এমনকি যদি তাঁর পছন্দের পিছনের জ্ঞান তার কাছ থেকে গোপন থাকে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এছাড়াও, বিধবার আত্মীয়দেরও তাদের আত্মীয়ের মৃত্যুর সময় সহনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত এবং তাদের এবং বিধবার মধ্যে যেকোনো মতপার্থক্যকে একপাশে রেখে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাকে সমর্থন করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৩৬-২৩৭

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ
قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟
ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"তোমাদের উপর কোন দোষ নেই যদি তোমরা এমন নারীদের তালাক দাও যাদেরকে তোমরা স্পর্শ করোনি এবং তাদের জন্য কোন অঙ্গীকারও নির্ধারণ করোনি। তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দাও - ধনীর সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্রের সামর্থ্য অনুযায়ী - যা বৈধ, তা প্রদান করা হবে, সৎকর্মশীলদের উপর এটি একটি কর্তব্য।"

আর যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও এবং তাদের জন্য নির্ধারিত অঙ্গীকার করে থাকো, তাহলে তোমরা যা নির্ধারিত করেছো তার অর্ধেক [দিও] - যদি না তারা অধিকার পরিত্যাগ করে অথবা যার হাতে বিবাহ চুক্তি আছে সে তা পরিত্যাগ করে। আর তা পরিত্যাগ করা পুণ্যের নিকটবর্তী। আর তোমাদের মধ্যে সদ্ব্যবহার ভুলে যেও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ দেখেন।"

এরপর মহান আল্লাহ তালাকের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে। এই আয়াতগুলিতে কোন ইদ্দতের সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি কারণ গর্ভধারণের কোন সম্ভাবনা নেই এবং যদি তারা আনুষ্ঠানিকভাবে একসাথে বিবাহিত জীবন শুরু করতে না চান তবে তাদের ইদ্দতের সময় একসাথে থাকতে বাধ্য করার কোন অর্থ নেই কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় মানসিক আঘাতের কারণ হতে পারে যা তাদের ভবিষ্যতে পুনরায় বিবাহ করার পছন্দকে প্রভাবিত করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৬:

" *তোমাদের উপর কোন দোষ নেই যদি তোমরা এমন নারীদের তালাক দাও যাদেরকে তোমরা স্পর্শ করোনি এবং তাদের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করোনি..."*

কিন্তু যে ক্ষেত্রে যৌতুক নির্ধারিত না থাকে, সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একজন উত্তম মুসলিম তার পূর্ব স্ত্রীকে একটি বিদায়ী উপহার দেবেন যাতে সবকিছু ইতিবাচকভাবে শেষ হয়। এই উপহারটি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং সমাজের সামাজিক রীতি অনুসারে দেওয়া উচিত, অপচয় এড়িয়ে চলতে হবে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৩৬:

"...কিন্তু তাদেরকে ক্ষতিপূরণ [দান] দাও - ধনীদের তাদের সামর্থ্য অনুসারে এবং দরিদ্রদের তাদের সামর্থ্য অনুসারে - গ্রহণযোগ্য উপায়ে রিযিক, সৎকর্মশীলদের উপর একটি কর্তব্য।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটাই ইসলামের নীতি। একজন ব্যক্তিকে কেবল তার সামর্থ্য অনুসারে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তাকে কেবল সেইসব পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় যার মুখোমুখি হতে হয় মহান আল্লাহর আনুগত্য বজায় রেখে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার জন্য অজুহাত তৈরি করা থেকে বিরত থাকা উচিত। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করার দাবি করে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে তারা যদি তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতো তবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের কর্তব্য পালন করতো, কারণ এটি আল্লাহ, মহান আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন। এই অলস মনোভাব গ্রহণ কেবল তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দেয় এবং তাই এড়িয়ে চলতে হবে। প্রতিটি আদেশ, নিষেধাজ্ঞা এবং পরীক্ষা সফলভাবে পূরণ করা যেতে পারে যদি তারা সত্যিকার অর্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এবং যখনই তারা কোন পাপ করে, তখন তাদের জন্য আন্তরিক অনুতাপের দরজা সর্বদা খোলা থাকে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত। অতএব, মহান আল্লাহ, পরিপূর্ণতা আশা করেন না, বরং তিনি আশা করেন যে মানুষ আন্তরিকভাবে তাদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রচেষ্টা করবে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৬:

"...সৎকর্মশীলদের উপর কর্তব্য।"

ইসলাম সর্বদা মুসলমানদেরকে ঈমানের উৎকর্ষের জন্য প্রচেষ্টা করার পরামর্শ দেয়। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ আন্তরিকভাবে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারে যা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। এই উৎকর্ষতা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে যা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি অলস মনোভাব গ্রহণ করে এবং ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে না, সে সহজেই প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হবে। তাদের এই মনোভাব তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা

আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। এই ফলাফলটি তখন স্পষ্ট হয় যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে দেখে, যেমন ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা। ৯ম অধ্যায় তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত

হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে এটি দান করেছেন, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৭:

" *আর যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত স্থির করে থাকো, তাহলে নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক [দিও]...*"

যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে এবং যৌতুক নির্ধারণের আগে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে পুরুষকে তার পূর্ববর্তী স্ত্রীকে অর্ধেক দিতে হবে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম পুরুষ তাদের স্ত্রীদের যৌতুক দিতে ব্যর্থ হন, তারা বিবাহিত থাকুক বা বিবাহবিচ্ছেদ করুক, যদিও এটি দেওয়া একটি কর্তব্য এবং

বিবাহ চুক্তির একটি দিক। এটি একটি গুরুতর বিষয় যা বিচারের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।

এরপর মহান আল্লাহ তালাক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পূর্ববর্তী স্ত্রী এবং তার আত্মীয়স্বজনদের মোহরানা ত্যাগ করার জন্য উৎসাহিত করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৭:

" *আর যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও এবং তাদের জন্য নির্ধারিত অঙ্গীকার করে থাকো, তাহলে তোমরা যা নির্ধারিত করেছো তার অর্ধেক [দিও] - যদি না তারা অধিকার পরিত্যাগ করে অথবা যার হাতে বিবাহ চুক্তি আছে সে তা পরিত্যাগ করে। আর তা পরিত্যাগ করা পুণ্যের নিকটবর্তী...*"

এর অর্থ এইও হতে পারে যে, প্রাক্তন স্বামীর উচিত তার প্রাক্তন স্ত্রীকে নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক দেওয়ার আদেশ ত্যাগ করা এবং পরিবর্তে দয়ার নিদর্শন হিসেবে পুরো জিনিসটি তাকে দেওয়া, কারণ বিবাহ চুক্তি তার হাতে। এটি তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬৬-৬৬৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আবারও তালাকপ্রাপ্ত দম্পতি এবং তাদের আত্মীয়দের মধ্যে সদয় আচরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

এই আয়াতটি স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর আত্মীয়স্বজনদের জড়িত থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, একজন নারীর ভুল স্বামী

নির্বাচনের পরিণতি তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য একজন পুরুষের ভুল স্ত্রী নির্বাচনের চেয়ে বেশি গুরুতর। উদাহরণস্বরূপ, স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার চেয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা অনেক বেশি সাধারণ। এছাড়াও, কিছু ক্ষেত্রে, তার পুরুষ আত্মীয়, যেমন তার ভাই, একজন সম্ভাব্য স্বামীর চরিত্রের মধ্যে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি তার চেয়ে সহজেই সনাক্ত করতে পারে, কারণ পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অন্য পুরুষদের আরও ভাল বোঝে। ঠিক যেমন মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অন্য মহিলাদের আরও ভাল বোঝে।

উপরন্তু, প্রধান আয়াতগুলির মাধ্যমে, মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্ত দম্পতি এবং তাদের আত্মীয়দের মধ্যে সদাচরণকে আবারও গুরুত্বের সাথে নির্দেশ করেছেন এবং এটিকে ধার্মিকতার সাথে সংযুক্ত করেছেন, যা তাঁর আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম প্রায়শই আল্লাহর প্রতি অধিকার এবং কর্তব্যকে মানুষের প্রতি অধিকার এবং কর্তব্য থেকে আলাদা করে, যদিও ইসলাম তাদের সাথে যুক্ত করেছে। একজন ব্যক্তি উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না সে উভয় দিকই পূরণ করে, কারণ তাকে উভয় জগতে আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৭:

"... আর তোমাদের মধ্যে সদ্ব্যবহার ভুলে যেও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যা কিছু করে, তা দেখেন।"

একজন ব্যক্তির মনে রাখা উচিত যে, যদি তারা অন্যদের উপর অন্যায় করে, তবে বিচারের দিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনকি যদি তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে। অন্যায়কারীকে তাদের নেক আমলগুলি তাদের

ক্ষতিগ্রস্থদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে, অন্যায়কারী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের প্রতি দয়া দেখানোর নির্দেশ পূরণ করা যেতে পারে, অন্যদের সাথে সেই আচরণের মাধ্যমে যা সে সমাজের দ্বারা তার সাথে করা হোক বলে চায়। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযির ২৫১৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন প্রকৃত মুমিনের সংজ্ঞা হলো অন্যদের জন্যও তাই ভালোবাসা যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৩৮-২৩৯

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨

فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩

“তোমরা [ফরয] নামায এবং [বিশেষ করে] মধ্যবর্তী নামাযের যত্ন সহকারে কায়েম করো এবং আল্লাহর সামনে বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও।

"আর যদি তোমরা [শত্রুদের] ভয় পাও, তাহলে পদব্রজে অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করো। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেমন তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা [পূর্বে] জানতে না।"

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতগুলিতে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে মহান আল্লাহ ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৮:

" [ফরজ] নামাজগুলো যত্ন সহকারে আদায় করো..."

এর একটি কারণ হলো, মহান আল্লাহ তাআলা বিবাহিত দম্পতি এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের মতো বিবাহিত সমস্যায় জড়িত সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন, সেই চাপের সময় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যের গুরুত্ব ভুলে যাবেন না। মহান আল্লাহ তাআলা তাদের বৈবাহিক সমস্যার সময় যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন তা কমাতে নির্দেশনা দেন, তবে ফরজ নামাজের মতো অন্যান্য দায়িত্ব পালন চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। সকল পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিবাহের সমস্যাগুলির মতো পার্থিব চাপগুলিকে তাদের অন্যান্য কর্তব্য থেকে বিরত রাখা উচিত নয়, অন্যথায় তারা তাদের পার্থিব চাপগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় রহমত হারাবে।

এছাড়াও, যেহেতু পাঁচবার ফরজ নামাজ নিয়মিতভাবে বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাই বিবাহ সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিদের জন্য এই নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দুটি সুনির্দিষ্ট সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, এটি বিবাহের সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে, সেইসাথে অন্যান্য পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে বিচার দিবসের বৃহত্তর এবং আরও গুরুতর বাস্তবতা সম্পর্কে উৎসাহিত করে। যেহেতু বিচার দিবসের চাপ এই পৃথিবীতে যে কোনও চাপের মুখোমুখি হতে পারে তার

চেয়ে অনেক বেশি, এটি মনে রাখলে পার্থিব চাপের গুরুতরতা হ্রাস পায়। এটি একজনকে অভিভূত না হয়ে বিবাহের সমস্যাগুলি সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে। এটি ঠিক একটি বড় সমস্যা এবং চাপের সাথে তুলনা করার সময় একটি সমস্যাকে ছোট করে দেখানোর মতো। বিচার দিবসকে নিয়মিত স্মরণ করার দ্বিতীয় সুবিধা হল এটি একজনকে মনে করিয়ে দেয় যে উভয় পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, যারা বিবাহের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রাক্তন স্ত্রী এবং তাদের আত্মীয়দের সাথে সঠিক উপায়ে কথা বলবে এবং আচরণ করবে, কারণ তারা জানে যে তাদের কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এই দুটি সুবিধাই বিবাহ এবং অন্যান্য পার্থিব সমস্যার সঠিকভাবে মুখোমুখি হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জনের সাথে সাথে এই অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে এবং বিচার দিবসের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে, যা সকল মানুষের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখে, যেমন ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, সে বিচারের দিনে জবাবদিহির সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে তার স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করবে, তাই এটি এমন একজন স্ত্রী নির্বাচনের গুরুত্ব নির্দেশ করে যার মধ্যে এই গুণাবলী রয়েছে। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই তার স্ত্রীর সাথে সঠিক আচরণ করবে, এমনকি যখন তারা তাদের উপর রাগান্বিত থাকে। অন্যদিকে, যার মধ্যে এই গুণাবলী নেই সে সহজেই তার স্ত্রীর সাথে অন্যায় করবে এবং তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের উপর রাগান্বিত থাকে। সহিহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৫০৯০ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৮:

" [ফরজ] নামাজগুলো যত্ন সহকারে আদায় করো..."

ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলী এবং আদব-কায়দা পালন করা, যেমন সময়মতো আদায় করা। পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক পথে দাঁড়ায়, তখন বিচারের দিন সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

" তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৮:

" *[ফরজ] নামাজ এবং [বিশেষ করে] মধ্যবর্তী নামাজের যত্ন সহকারে আদায় করো..."*

মধ্যবর্তী সালাত হতে পারে আসরের শেষ নামায (আসর) অথবা ফজরের সালাত (ফজর)। ইসলামী ক্যালেন্ডারে রাতকে দিনের আগে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই এই পদ্ধতি অনুসারে, দিনের প্রথম সালাত হবে সূর্যাস্তের সালাত (মাগরিব) এবং অতএব, মধ্যবর্তী সালাত ফজরের সালাত (ফজর) হয়ে যায়। অন্যদিকে, যদি

দিনের প্রথম সালাতকে দিনের আলোর সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে প্রথম সালাত হবে ফজরের সালাত (ফজর)। এই পদ্ধতি অনুসারে মধ্যবর্তী সালাত শেষ নামায (আসর) হয়ে যায়। অনেক পণ্ডিত মধ্যবর্তী সালাত (আসর) কে বেছে নিয়েছেন। জামে আত তিরমিযী, ২৯৮৩ নম্বরে পাওয়া হাদিস দ্বারা এটি সমর্থিত। যেভাবেই হোক, উভয়ই কায়েম করার লক্ষ্য রাখা উচিত কারণ এটি বাকি ফরজ সালাত কায়েমের দিকে পরিচালিত করে। সহীহ বুখারী, ৫৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে মহানবী (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে যে কেউ দুটি শীতল ফরজ সালাত কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুটি শীতল ফরজ নামাজ বলতে ফজরের নামাজ (ফজর) এবং শেষ বিকেলের নামাজ (আসর) কে বোঝায়, কারণ এই সময়ে তাপমাত্রা সাধারণত ঠান্ডা থাকে। যেহেতু এই দুটি ফরজ নামাজ কায়েম করা সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন, কারণ এগুলো কঠিন সময়ে বা এমন সময়ে হয় যখন মানুষ প্রায়শই অন্যান্য জিনিসের দ্বারা বিভ্রান্ত থাকে, তাই যে ব্যক্তি এগুলো কায়েম করবে তার জন্য অন্যান্য ফরজ নামাজ কায়েম করা সহজ হবে।

যে ব্যক্তি তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করবে, তাকে সারা দিন এবং বিবাহের সমস্যাসহ প্রতিটি পরিস্থিতিতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য বজায় রাখতে উৎসাহিত করা হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৩৮:

"তোমরা [ফরয] নামায এবং [বিশেষ করে] মধ্যবর্তী নামাযের যত্ন সহকারে কায়েম করো এবং আল্লাহর সামনে বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও।"

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে এটি দান করেছেন, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ লক্ষ্য করে যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে যারা

তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৮:

"... আল্লাহর সামনে একনিষ্ঠভাবে আনুগত্যের সাথে দাঁড়াও।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৯:

"আর যদি তোমরা [শত্রুদের] ভয় পাও, তাহলে পদব্রজে অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করো। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো [নামাযে], যেমন তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন..."

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা আশেপাশের আয়াতগুলির সাথে সম্পর্কিত, এই আয়াতটি বিবাহের সমস্যা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মতো কঠিন সময়ে, মহান আল্লাহর সাথে সংযোগ বজায় রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করতে পারে। যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর রহমত লাভের জন্য এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের উপর মনোযোগ বজায় রাখার জন্য এই সংযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৯:

"আর যদি তোমরা [শত্রুদের] ভয় পাও, তাহলে পদব্রজে অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করো। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো [নামাযে], যেমন তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন..."

এই আয়াতটি ইসলামের সহজ প্রকৃতিরও ইঙ্গিত দেয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

ইসলাম আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন যে তাদের প্রকৃতি ও জীবনের জন্য কী উপযুক্ত। ঠিক যেমন একজন ডাক্তার একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, তেমনি মহান আল্লাহ তাআলাও মানুষকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপদেশ দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে একজন ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে পারেন, যিনি ভুল করার প্রবণতা রাখেন এবং যার জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা খুবই সীমিত, অথচ রোগী জানেন না যে তাদের নির্ধারিত ওষুধগুলি মানবদেহে কীভাবে কাজ করে, তবুও তারা মহান আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হন, যিনি সবকিছু জানেন এবং ভুল করতে পারেন না এবং বরং সন্দেহ করেন যে তাঁর উপদেশ অনুসারে কাজ করলে মন ও

দেহের শান্তি পাওয়া যায়। মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস করা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান এবং এর স্পষ্ট প্রমাণ, যেমন মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাহায্য করবে এবং ইতিহাস ও বর্তমান সময়ের ঘটনাবলী যা এই প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করে, সেগুলি শিখে এবং সেগুলি অনুসরণ করে। এবং কীভাবে তাঁর অবাধ্যতা, প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, উভয় জগতেই চাপ ও ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে এবং ইতিহাস ও বর্তমান সময়ের ঘটনাবলী এই সতর্কীকরণকে সমর্থন করে। এই স্পষ্ট প্রমাণগুলি একজনকে বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে, যা তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৯:

"আর যদি তোমরা [শত্রুদের] ভয় পাও, তাহলে পদব্রজে অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করো। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো [নামাযে], যেমন তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন..."

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহকে স্মরণ করা কেবল মৌখিকভাবে তাঁর নাম এবং ঐশ্বরিক গুণাবলী উল্লেখ করার চেয়েও বেশি কিছু। মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণের মধ্যে রয়েছে নিজের ইচ্ছায় মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, যাতে তারা কেবল তাঁকে খুশি করার জন্য কাজ করে। যারা অন্যদের খুশি করার জন্য কাজ করে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজন ভালো নিয়তের ইতিবাচক লক্ষণ হল যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনও কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান কামনা করে না বা আশা করে না। জিহ্বা দিয়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হল ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। যখন মহান আল্লাহর স্মরণের সমস্ত দিক পূর্ণ হয় তখন এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, কারণ একজন ব্যক্তি তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক স্থানে স্থাপন করে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। ১৩তম অধ্যায় আর রা'দ, আয়াত ২৮:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

২৩৯ নং আয়াতের শেষে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই আচরণ গ্রহণের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, তিনি তাদেরকে যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন তার জন্য। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, ২৩৯ নং আয়াত:

"...অতএব, তোমরা আল্লাহকে [নামাজের মাধ্যমে] স্মরণ করো, যেমন তিনি তোমাদেরকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা [পূর্বে] জানতে না।"

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৪০-২৪২

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

“আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের জন্য ওসিয়ত হলো, এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ প্রদান করা, তাদেরকে বহিষ্কার না করে। কিন্তু যদি তারা (নিজেদের ইচ্ছায়) চলে যায়, তাহলে তারা নিজেদের সাথে যা করে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য বৈধভাবে খরচ আছে- এটা সৎকর্মপরায়ণদের উপর কর্তব্য।

এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারো।"

এরপর আল্লাহ তাআলা একজন বিধবার অবস্থা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৪০:

" *আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের জন্য অসিয়ত হল: এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ, তাদের বের করে না দিয়ে।*"

যেহেতু বিধবা অত্যন্ত আবেগঘন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাই তাকে তার স্বামীর ঘরেই থাকতে হবে, বরং তাকে উচ্ছেদ করা হবে, যা কেবল মানসিক চাপই বাড়িয়ে দেবে। এছাড়াও, বিধবাকে তার শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য, তাকে তার মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে অথবা তার আত্মীয়দের দ্বারা আর্থিকভাবে সহায়তা পেতে হবে। দুঃখের বিষয় হল, মৃত স্বামীর আত্মীয়রা প্রায়শই এই দায়িত্ব উপেক্ষা করে এবং তারা প্রায়শই বিধবাকে তার আত্মীয়দের কাছে ফেরত পাঠায়, যদিও পবিত্র কুরআন অনুসারে তাকে সাহায্য করা তাদের উপর একটি কর্তব্য। মহান আল্লাহ, বিধবাকে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য এই নিয়মগুলি স্থাপন করেছেন এবং তাই মুসলমানদের দ্বারা তা পালন করা আবশ্যক। তাদের মৃত আত্মীয়ের বিধবার সাথে তাদের আচরণ করা উচিত, যেমন তারা তাদের স্বামী মারা গেলে তাদের আত্মীয়ের সাথে আচরণ করা হোক বলে আশা করে।

একজন বিধবা তার মৃত স্বামীর বাড়িতে কতদিন থাকবেন তা নিয়ে আলোচনা করা বিভিন্ন আয়াতের সমন্বয় সাধনের জন্য, একজন বিধবাকে তার চার মাস দশ দিন ইদ্দতের সময়কালে বাড়িতে থাকতে হবে এবং তারপর তিনি বছরের বাকি সময় ধরে থাকতে পারবেন অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে চলে যেতে পারবেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৪:

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রীদের রেখে যাবে, তারা, [স্ত্রীরা] চার মাস দশ [দিন] অপেক্ষা করবে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ২৪০:

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের স্ত্রীদের জন্য ওসিয়ত হলো: এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ প্রদান করা, তাদের তাড়িয়ে না দেওয়া। কিন্তু যদি তারা [নিজেদের ইচ্ছায়] চলে যায়..."

উপরন্তু, এক বছরের ভরণপোষণ নিম্নলিখিত আয়াতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেত অথবা এই আয়াতে বিধবাদের জন্য বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারের থেকে আলাদা বিবেচনা করা যেত। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১২:

"... আর তাদের জন্য [অর্থাৎ, স্ত্রীদের] এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের জন্য তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ, তোমাদের করা অসিয়ত বা ঋণের পর..."

বিধবার ইদ্দতের সময়কাল গর্ভধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, যা স্পষ্টতই তার ভবিষ্যতের পছন্দগুলিকে প্রভাবিত করবে। এছাড়াও, ইদ্দতের সময়কাল বিধবাকে তার মৃত স্বামীর জন্য ইসলামের সীমার মধ্যে শোক প্রকাশ করার অনুমতি দেয়, ভবিষ্যতের পছন্দ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে যার জন্য সে পরে অনুশোচনা করতে পারে, যেমন অন্য কারো সাথে বিবাহ। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পরে, বিধবা অবিবাহিত থাকতে অথবা পুনরায় বিবাহ করতে স্বাধীন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৪০:

"...কিন্তু যদি তারা [নিজেদের ইচ্ছায়] চলে যায়, তাহলে তারা নিজেদের সাথে যা কিছু গ্রহণযোগ্যভাবে করে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই..."

এই আয়াতে বহুবচন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এটি বিধবার আত্মীয়স্বজনদের তার ইদ্দতকাল এবং ভবিষ্যতের পছন্দ, যেমন বিবাহ, জুড়ে তাকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। বিধবাদের প্রতি সমর্থন জানানো আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা কঠিন মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকে এবং তাই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ইসলামে বিধবাদের মর্যাদা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, যেমন মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা, বিশেষ করে তার আত্মীয়দের দ্বারা, তাদের সহায়তা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে ৬০০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি যদি একজন বিধবাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে তবে সে তার সমান সওয়াব লাভ করতে পারে যে প্রতিদিন রোজা রাখে এবং প্রতি রাতে নফল নামাজ পড়ে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতে বিধবার ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত তার হাতেই দেওয়া হয়েছে। তাই, যদি সে আবার বিয়ে করতে চায়, তাহলে তার আত্মীয়স্বজন এবং তার মৃত স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের তাকে নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত নিতে, যেমন অবিবাহিত থাকার জন্য, জোর করা উচিত নয়। আত্মীয়স্বজনের ভূমিকা হলো বিধবাকে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিকভাবে সমর্থন করা, তাদের খুশি করার জন্য তাকে বাধ্য করা নয়। উপরন্তু, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর, বিধবার এমন অনুভূতি হওয়া উচিত নয় যে তাকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যা তার আত্মীয়স্বজন বা তার মৃত স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের খুশি করে। আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, তার অনুভূতি স্বীকার করেছেন এবং তাকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজের পছন্দ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাই তাকে কলঙ্ক, অন্যদের অনুভূতি বা সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতামত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, কারোর উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তাই বিধবা এবং তার আত্মীয়স্বজন উভয়কেই ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আচরণ করতে হবে কারণ উভয় জগতেই তাদের সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাই একমাত্র তিনিই মানুষের জন্য সর্বোত্তম আচরণবিধি নির্ধারণ করতে পারেন, যেমন বিধবাদের, যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অতএব, তাঁর উপদেশের বিরোধিতাকারী মানুষের মতামত উপেক্ষা করা উচিত। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৪০:

"... আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

বিধবাদের সাথে ভালো আচরণের বিষয়ে আলোচনা করার পর, মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সাথে ভালো আচরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৪১:

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য বৈধভাবে খরচ প্রদান করা হবে - যা সৎকর্মশীলদের উপর কর্তব্য।"

ইদ্দতের সময়কালে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের তাদের পূর্ব স্বামী দ্বারা এবং তাদের সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর সময়কালে ভরণপোষণ প্রদান করতে হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩৩:

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাতে পারবে, যারা স্তন্যপান করানোর সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। পিতার উপর তাদের (অর্থাৎ, মায়েদের) রিযিক এবং পোশাকের দায়িত্ব যথাযথভাবে বর্তাবে..."

তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করাকে সৎকর্মশীলদের উপর কর্তব্য বলে ঘোষণা করার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিকতা অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা এইভাবে আচরণ করে, এমনকি যদি তারা মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করেও। এটি আবারও ইঙ্গিত করে যে মানুষের সাথে পার্থিব বিষয়ের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, মহান আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার সরাসরি সংযুক্ত এবং উভয়কেই অবহেলা করা উচিত নয়।

উপরন্তু, এই আয়াতটি এমন একজন জীবনসঙ্গী নির্বাচনের গুরুত্ব নির্দেশ করে যার মধ্যে ধার্মিকতা রয়েছে। কারণ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তারাই একমাত্র তাদের স্ত্রীর অধিকার পূরণ করবে, এমনকি যখন তারা তাদের উপর রাগান্বিত থাকে। অন্যদিকে, যার ধার্মিকতা নেই সে তাদের স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করবে এবং তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের উপর রাগান্বিত থাকে। ইসলামী শিক্ষায়, যেমন সহিহ বুখারীতে ৫০৯০ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, তাদের ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই এবং পূর্ববর্তী আয়াতের আলোচনা কেবল তারাই গ্রহণ করবে এবং কাজে লাগাবে যারা তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করবে এবং এর উপদেশ ও শিক্ষার ব্যাপক উপকারিতা চিহ্নিত করবে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৪২:

"এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারো।"

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষের তৈরি কোনও আইন বা আচরণবিধি কখনই নিখুঁত হবে না কারণ এটি পক্ষপাতদুষ্ট, অদূরদর্শী এবং জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে। এটি মানুষকে তাদের জীবনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে, যার ফলে তারা মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা পাবে। অন্যদিকে, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আচরণবিধি সর্বদা নিখুঁত থাকবে কারণ তিনি মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সবকিছু জানেন, যা কোনও সমাজ কখনও এই বিষয়ে গবেষণা করার পরেও সম্পূর্ণ জ্ঞানে ধারণ করতে পারে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহই মানুষকে এমন আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন

যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, যা ফলস্বরূপ মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। ঠিক যেমন একজন ডাক্তার চিকিৎসার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি, তেমনি একমাত্র আল্লাহই একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। উপরন্তু, ইসলামের শিক্ষা যেমন মানুষের প্রকৃতির জন্য তৈরি করা হয়েছে, তেমনি তারাও চিরন্তন, ঠিক যেমন মানুষের প্রকৃতি চিরন্তন। আর ইসলামের শিক্ষা যে কেউই মেনে চলতে পারে, তার জ্ঞানের স্তর যাই হোক না কেন, কারণ এগুলো বোঝা সহজ এবং জীবনে প্রয়োগ করা সহজ। অন্যদিকে, অন্যদের, যেমন প্রেরণাদায়ক বক্তাদের দেওয়া বেশিরভাগ উপদেশ অবাস্তব, এমনকি যদি তা উত্তেজনাপূর্ণ শোনায়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৪২:

"এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারো।"

এটি একটি উপযুক্ত উপায় যেখানে টানা বিশটি পদ শেষ করা হয়েছে যেখানে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, তালাকপ্রাপ্ত দম্পতির সন্তান এবং বিধবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মানুষ অনেক পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে, তবুও পবিত্র কুরআন সেগুলির সবকটিরই সমাধান করেনি। পবিত্র কুরআন শাখা সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে মূল সমস্যার সমাধান করে। একটি শাখার সমস্যা সমাধান করলে অবশেষে আরেকটি শাখার সমস্যা দেখা দেবে। অন্যদিকে, মূল সমস্যাকে লক্ষ্য করলে সমস্ত শাখার সমস্যা অনির্দিষ্টকালের জন্য দূর হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে, পবিত্র কুরআন বিবাহিত দম্পতির অভিজ্ঞতার প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেনি বরং

মূল সমস্যা এবং কীভাবে সেগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছে। বিবাহ সফল হওয়ার জন্য এবং উভয় স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পূরণের জন্য, দম্পতির মধ্যে ভালো চরিত্র এবং আল্লাহকে ভয় করা প্রয়োজন। অসুখী বিবাহিত দম্পতিদের একসাথে থাকতে বাধ্য করার পরিবর্তে, মহান আল্লাহ তাদের একটি বৈধ উপায় দিয়েছেন, তালাক। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া জুড়ে ভালো চরিত্র এবং আল্লাহকে ভয় বজায় রাখতে হবে, যা স্ত্রী, স্বামী এবং সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক চাপ কমিয়ে আনবে। মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্তির সময় প্রতিটি স্ত্রী এবং স্বামীকে তাদের সন্তানদের অধিকার পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বিবাহবিচ্ছেদের নেতিবাচক প্রভাব কম হয়। এই কৌশলটি আবারও একটি মূল সমস্যার সমাধান করে যা অসংখ্য শাখা-প্রশাখাগত সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ এমন শিশুদের লক্ষ্য করে যারা শিক্ষায় সফল হয় না এবং প্রায়শই অপরাধী দল, কিশোর আদালত, আটক কেন্দ্র এবং কারাগারে যায়, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে তারা অসুখী বা ভাঙা পরিবার থেকে এসেছে যেখানে তাদের বাবা-মা, একসাথে হোক বা তালাকপ্রাপ্ত, একে অপরের অধিকার এবং সন্তানের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

মহান আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। যখন কোন দম্পতি বিবাহিত দম্পতির মতো একে অপরের প্রতি সত্যিকার অর্থে নিবেদিতপ্রাণ না থাকে, তখন তাদের মুখোমুখি হওয়া যেকোনো বাস্তব সমস্যার কারণে দম্পতির জন্য আরও মানসিক চাপ তৈরি হয়, কারণ তারা একে অপরকে সঠিকভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। জীবনে একাধিক সম্পর্কের আগমন এবং বিচ্ছেদ নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে যারা তাদের সঙ্গীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় তারা প্রায়শই কাউন্সেলিংয়ে পড়ে। তারা এই সম্পর্কগুলি এড়িয়ে চলা লোকদের তুলনায় বিষণ্ণতার মতো মানসিক ব্যাধিতে বেশি ভোগেন। এছাড়াও, যারা সমাজে একাধিক সঙ্গী থাকার জন্য পরিচিত, তারা তাদের অধিকার পূরণের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এর কারণ হল যার জীবনে একাধিক সঙ্গী আছে সে একটি শিথিল এবং অবাঞ্ছিত চরিত্র গ্রহণ করবে, যা বিবাহের মতো গুরুতর প্রতিশ্রুতি

খুঁজছেন এমন লোকেরা অপছন্দ করবে। এটি কেবল একাধিক সঙ্গী থাকা ব্যক্তির জন্য মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলবে। নৈমিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দম্পতি প্রায়শই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হয় না। অর্থাত্, দুজনের মধ্যে একজন সবসময় সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নেয়, যেমন তাদের সঙ্গীর সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাওয়া। অন্যদিকে, অন্যজন তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই রকম অনুভব করে না। যখন এই মনোভাবের পার্থক্য অবশেষে সামনে আসে, তখন এটি প্রায়শই সেই ব্যক্তির জন্য দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাতের দিকে পরিচালিত করে যারা সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল। অন্যদিকে, প্রথম ধাপ থেকেই বিবাহিত দম্পতি একে অপরের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে। বিবাহিত দম্পতি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একে অপরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থাকে, তারা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক, যেমন সন্তান ধারণ। এই মনোভাব সাধারণ দম্পতিদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকা একজন ব্যক্তিকে বোকা বানায় যে তারা তাদের সঙ্গীকে সম্পূর্ণরূপে চেনে এবং তাই যদি তারা বিয়ে করে তবে তারা প্রায়শই বিয়ের পরে তাদের সঙ্গীর পরিবর্তনের অভিযোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা পরিবর্তন করেনি। পরিবর্তিত জিনিসগুলি ছিল তাদের সম্পর্কের দায়িত্ব এবং চাপ। এই সমস্যাটি প্রায়শই সেই দম্পতিদের জন্য বিবাহের সমস্যার দিকে পরিচালিত করে যারা তাদের বিয়ের আগে সম্পর্কে ছিলেন। এমনকি যদি তারা বিয়ের আগে একসাথে থাকেন, তবুও একই সমস্যা দেখা দেবে। উপরন্তু, এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে যখনই কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের জীবনের অন্যান্য প্রতিটি দিককে কতটা তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক তরুণ-তরুণী কেবল এই কারণেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয় যে তারা তাদের প্রাক্তন সঙ্গীকে প্রতিদিন দেখতে পারে না। যেহেতু বিবাহ দুটি মানুষের মধ্যে একটি গভীর সংযোগ এবং প্রতিশ্রুতি, তাই সাধারণ দম্পতিদের বিচ্ছেদের মতো একই ছোটখাটো বিষয়ে তাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম থাকে।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তিকে অবৈধ সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ দেখে বোকা বানানো উচিত নয় যে এতে দম্পতি বা বৃহত্তর সমাজের জন্য কোনও ক্ষতি নেই। যেহেতু

মানুষের জ্ঞান সীমিত, তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং প্রায়শই তাদের আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকা ক্ষতিকারক নয়, অন্যদিকে তারা লুকানো বিষ দেখতে ব্যর্থ হয় যা তাদের এবং অন্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে থাকা একজন মুসলিম সময়ের সাথে সাথে কেবল আরও পদক্ষেপ নিতে এবং তাদের সঙ্গীর সাথে পাপ করতে উৎসাহিত হবে। যেহেতু আবেগ এবং অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং যেহেতু এই পাপগুলি, যেমন ব্যভিচার, বেশিরভাগ সমাজে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তাই একজন অবিবাহিত দম্পতি সহজেই এই পাপে পতিত হতে পারে। এর ফলে তাদের এবং সমাজের জন্য অসংখ্য অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং এমনকি ইসলামের অন্যান্য বড় পাপকে ছোট করা। উপরন্তু, কেউ যদি তাদের অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে অন্য কোনও বড় পাপ, যেমন ব্যভিচার, না করেও, তবে তাদের অনুভূতি তাদের স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে বাধা দেবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীকে বিয়ে করতে পারে, বুঝতে না পেরে যে তারা উপযুক্ত জীবনসঙ্গী নয়, এমনকি যদি তারা একজন ভালো সঙ্গী বলে মনে হয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এর কারণ হল বিবাহের চাপ এবং দায়িত্ব, যেমন স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ, দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তন করে, যার ফলে প্রায়শই বিবাহের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণেই বিবাহিত দম্পতিরা যারা বিয়ের আগে একসাথে ছিলেন তারা প্রায়শই একে অপরকে বিয়ের পরে তাদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য দোষারোপ করেন। উপরন্তু, কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে যতই সময় কাটান না কেন, তারা কখনই তাদের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন না যেমন একজন বিবাহিত দম্পতি একে অপরকে চেনে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে লুকানো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি বিয়ের পরে প্রকাশিত হবে, যা কেবল আরও বিবাহ সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে। অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রায়শই উপেক্ষা করা একটি সত্য হল যে একজন ব্যক্তি যিনি একজন ভালো সঙ্গী তৈরি করেন তিনি একজন ভালো স্বামী/স্ত্রী বা ভালো পিতা/মাতা হওয়ার নিশ্চয়তা পান না। এর কারণ হল একজন ভালো সঙ্গী তৈরির তুলনায় একজন ভালো স্বামী/স্ত্রী এবং অভিভাবক হওয়ার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়। তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে বিয়ে করার গুরুত্ব উপেক্ষা করবেন, কারণ তারাই একমাত্র ব্যক্তি যারা তাদের স্ত্রী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার

পূরণ করবেন এবং তাদের ক্ষতি এড়াবেন, এমনকি যখন তারা রাগান্বিত হন। অন্যদিকে, যে ব্যক্তির মধ্যে ধার্মিকতা নেই, সে তার স্ত্রী বা সন্তানদের অধিকার পূরণ করবে না এবং তাদের উপর অন্যায় করবে, বিশেষ করে যখন তারা রাগান্বিত থাকে। যার সঙ্গী আছে সে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে তাদের সাথে বিবাহ করবে, যদিও তাদের ধার্মিকতা নেই। ভালোবাসার মতো আবেগ একজন ব্যক্তিকে তার প্রিয়জনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্ধ এবং বধির করে তোলে। সুনান আবু দাউদের ৫১৩০ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, সম্পর্ক থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জন্ম নেওয়া যেকোনো শিশু তাদের সম্পর্কের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে, যার ফলে প্রায়শই তাদের বিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত হবে, কারণ তারা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে চায় না। এর ফলে শিশুটি এমন একটি ভাঙা ঘর তৈরি করে যেখানে তাদের বাবা-মা উভয়ের সমর্থন এবং তত্ত্বাবধান থাকে না, যা প্রায়শই সকলের জন্যই সমস্যার সৃষ্টি করে। এটা স্পষ্ট যে অপরাধ, গ্যাং এবং যৌন শিকারিদের দ্বারা লালিত-পালিত এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার শিশুদের বেশিরভাগই ভাঙা পরিবার থেকে আসে। যখন কেউ সন্তান কামনা করে তখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালন করা অত্যন্ত কঠিন, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে যখন বাবা-মা প্রথমে সন্তান নিতে চাননি তখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালনের মানসিক চাপ কতটা? এটি শিশুর লালন-পালনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই আগে উল্লেখিত সমস্যার সৃষ্টি করে। এই চাপ প্রায়শই একক পিতা-মাতাকে লালন-পালন বা দত্তক নেওয়ার জন্য সন্তানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুর উপর ক্ষতিকর নেতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি শিশুর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে।

অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে এই সমস্ত এবং আরও নেতিবাচক বিষয়গুলি আবেগপ্রবণ বা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, এমনকি যদি অবৈধ সম্পর্কগুলি ক্ষতিকারক বলে মনে হয়। অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ঠিক এমন খাবার খাওয়ার মতো যা সুস্বাদু দেখায় যখন এটি আসলে বিষাক্ত। যেহেতু এই বিষটি লুকানো থাকে, তাই এই বিষ সম্পর্কে সচেতন এমন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা উচিত এবং তাদের পরামর্শে বিশ্বাস করা উচিত যাতে সুস্বাদু খাবার খাওয়া এড়ানো যায়, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। যেহেতু মহান আল্লাহ, একমাত্র, সবকিছু জানেন, বিশেষ করে, কিছু কর্ম এবং সম্পর্কের মধ্যে লুকানো বিষ, তাই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত, এমনকি যদি এটি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। এটি একজন জ্ঞানী রোগীর মতো যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। একইভাবে এই জ্ঞানী রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, একইভাবে যিনি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি তখনই স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে ইসলামী শিক্ষার উপর যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে কাজ করে এবং যারা করে না।

মহান আল্লাহ তাআলা মূল সমস্যার অর্থ সমাধান করে, অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে এবং বিবাহকে উৎসাহিত করে এই অসংখ্য শাখা-প্রশাখাগত সমস্যা দূর করেছেন,

যার মাধ্যমে একটি দম্পতি আন্তরিকভাবে একে অপরের এবং তাদের সন্তানদের প্রতি নিজেদের নিবেদিত করে।

পবিত্র কুরআনে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা এবং সন্তানদের ধারণাটি সম্বোধন করে, মহান আল্লাহ একটি সফল সমাজের চাবিকাঠি দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা, তা তারা একসাথে হোক বা তালাকপ্রাপ্ত, যখন একে অপরের অধিকার পূরণ করে এবং শিশুদের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং সুখী ঘর তৈরি করে, তখন এটি সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিপরীতভাবে, যখন একটি পরিবার অসন্তুষ্ট থাকে এবং একে অপরের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন এটি একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেক চিন্তাবিদ এসেছেন এবং চলে গেছেন যারা মানুষ এবং সমাজের মুখোমুখি সমস্যাগুলি সমাধান করেছেন কিন্তু যেহেতু এই সমাধানগুলি শাখা সমস্যাগুলিকে লক্ষ্য করে, তাই এই সমাধানগুলির সুবিধা ন্যূনতম। অন্যদিকে, মহান আল্লাহ, এই মূল সমস্যাগুলি সমাধানের পদ্ধতির মাধ্যমে, যা একজন ব্যক্তি এবং সমাজকে প্রভাবিত করে, সবকিছু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমরা আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ..."

কিন্তু ২৪২ নং আয়াতে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, কেবলমাত্র তারাই যারা তাদের প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তারাই মহান আল্লাহর আয়াতের মধ্যে গভীর জ্ঞান বুঝতে পারবে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, ২৪২ নং আয়াত:

"এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারো।"

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts

লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন: http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod